সদ্ভাব-কুসুম।

শ্রীগঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

Calcutta:
S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS AND PUBLISHERS,
58 & 12, WELLINGTON STREET.

1909.

বিজ্ঞাপন।

শিক্ষাবিভাগের জন্য সুবিজ্ঞ, বহুদর্শী ও চিন্তাশীল লেখকগণ দ্বারা লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা থাকা অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা আমাদের নানা বিষয়ে উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। একারণ প্রত্যেক শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষিত মহোদয়গণ সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই—যদি মহোদয়গণ শিক্ষানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন, তবে তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। জ্ঞাতকারণ নিবেদন মিতি, সন ১৩১৬ সাল, তারিখ ২০শে ভাদ্র।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সদ্ভাব-কুসুম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণ।

[ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ।]

একদা রঘুকুলপ্রদীপ রাজা রামচন্দ্র রাজাসনে সমাসীন হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত প্রশান্তচিত্তে যথানিয়মে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন; ইত্যবসরে সর্ব্বভুক্ কাল তাপস-বেশ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতিহারী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক সবিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? ছদ্মবেশী কাল উত্তর করিলেন, "আমি অমিততেজা মুনিপুঙ্গব অনতিবলের আশ্রম হইতে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি। অতএব সত্বর আমাকে সেই ভুবনমোহন মানসরঞ্জন রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল।"

প্রতিহারী কালের এই বাক্য শ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া তদীয় আগমনবার্ত্তা করপুটে রামের কর্ণগোচর করিলে, মহামতি রাম

প্রতিহারীকে বলিলেন, “প্রতিহারিন, অতি সত্বর মহর্ষিকে এখানে আনয়ন কর।” প্রতিহারী যেআজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং অনতিবিলম্বে সমাগত মহর্ষিসহ রামসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রাম তাঁহাকে দেখিবামাত্র শশব্যস্তে গললগ্নী-কৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদুমধুরস্বরে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অতিশয় ভক্তিভরে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার চরণসরোজ বন্দনা পূর্ব্বক পবিত্রাসনপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।

তাপসরূপী কালও দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে উপবেশন করিলে, রাম মৃদুমন্দস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহর্ষে, অদ্য আপনার চরণস্পর্শে এই রাজভবন পবিত্র হইল। আপনার তেজোময় সৌম্য ও শান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জীবনের পবিত্রতা, মনের প্রফুল্লতা, এবং নয়নের সফলতা লাভ করিলাম।”

তদনন্তর কাল রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে বসুধাধিপ, রঘুবংশীয় রাজন্যবর্গ সত্য ও প্রতিজ্ঞাপালন জনিত নির্ম্মল যশঃ-কিরণে, আপনার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ মরীচিমালী অপেক্ষাও অধিকতর জ্যোতিষ্মান হইয়া দেদীপ্যমান্ রহিয়াছেন। কেন না কালচক্রের বিষম আবর্ত্তনে প্রভাকরকে কখন হীনপ্রভ, কখন বা একবারে নিষ্প্রভ হইতে দেখা যায়; কিন্তু আপনার পূর্ব্বতন নরপতিগণের যশস্কর কোন কালে হীন বা নিষ্প্রভ হইবার নহে। আবহমান কাল সমভাবে দীপ্তিমান থাকিবে।”

রাম কুটিল কালমুখে পূর্ব্ব পুরুষগণের অশেষ প্রশংসাবাদ

শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে আহ্লাদে গদগদবচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তাপসকুলচূড়ামণে, আপনি কি নিমিত্ত এদাসের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়া শীঘ্র এ অধমের কৌতূহল নিবারণ করুন।"

কাল রামের এই বিনয়গর্ব্ভ মধুর বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন "হে সত্য-পালন! আপনার সহিত আমার গোপনে বিশেষ সংলাপের প্রয়োজন। অতএব এইক্ষণ আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমরা যতক্ষণ বাক্যালাপে অতিবাহিত করিব, ততক্ষণ মধ্যে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিংবা নর, প্রভৃতির মধ্যে যে কেহ আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে, সে আপনার বধ্য হইবে, এবং আমি আর এস্থানে ক্ষণকালও অবস্থান করিব না। আপনি আমার সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলে, আমি আপনার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে পারি।"

সত্যব্রত রাম অম্লানবদনে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পরম ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে প্রাণপ্রিয়তম! আমি সমাগত মুনিপুঙ্গবের সহিত বিষম প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। লক্ষ্মণ, এ জগতে তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমি ভ্রাতৃআজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞাপালনে এ ধরাধামে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছ। তোমার ন্যায় ধীর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব লক্ষ্মণ তোমার উপরেই আমার প্রতিজ্ঞাপালন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।"

তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মণ বিনম্রবদনে অতি মৃদুমন্দ স্বরে বলিলেন, "আর্য্য, আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্য লক্ষ্মণ এ জীবনকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে। আর অধিক কি বলিব।" তখন রাম লক্ষ্মণকে প্রতিজ্ঞার বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত করাইয়া দ্বাররক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন লক্ষ্মণ! সাবধান! দেখিও যেন অসতর্কতা বা অবিমৃশ্যকারিতা বশতঃ আমাকে প্রাণিবধ জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইয়া শেষে নিরয়গামী হইতে না হয়; এই বলিয়া রাম তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণও অবিচলিতচিত্ত হইয়া অতিশয় ধীরতা ও সতর্কতার সহিত দ্বাররক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম কুটিল কালসহ মন্ত্রণাভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে প্রভা-কর-সম তেজঃপুঞ্জ তাপসশ্রেষ্ঠ মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া বিনয়পূর্ণ মধুর বাক্যে বলিলেন, "ভগবন্! আপনার অলৌকিক তেজোময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইলাম। মহর্ষে! এ সময়ে আপনার এখানে আগমনের কারণ কি অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র জ্ঞাপন করুন।" মহর্ষি দুর্ব্বাসা উত্তর করিলেন, "বিশেষ কোন প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত আমি রামচন্দ্রের দর্শন মানসে এখানে আগমন করিয়াছি। অতএব আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল।"

লক্ষ্মণ মহর্ষি দুর্ব্বাসার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বড়ই উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া বলিলেন, "প্রভো! অগ্রজ এইক্ষণ মহর্ষি অনতি-

বলের আশ্রম হইতে সমাগত জনৈক তপোধনের সহিত নির্জ্জন বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় যাপন করিতেছেন। এ সময়ে সেইস্থানে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহর্ষি কথোপকথন শেষ করিয়া রাজভবন হইতে বহির্গত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করুন।” তচ্ছ্রবণে কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রক্তিম লোচনে কর্কশস্বরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “রে নরাধম! যে দুর্ব্বাসার ভয়ে সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত; যে দুর্ব্বাসা মনে করিলে কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন; দেবাধিরাজ পুরন্দরও যাঁহাকে অবমাননা করিতে সাহসী হন না; তুই ক্ষুদ্রপ্রাণ মানব হইয়া সেই দুর্ব্বাসাকে অবমাননা ও অবহেলা করিতেছিস্। আমি কি এতই নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত যে, আমাকে রাজভবনে প্রবেশ করিতে দিবি না এবং তুচ্ছজ্ঞানে রাম আমার সহিত কথোপকথন করিবেন না। রে হতবুদ্ধে লক্ষ্মণ, তুই অবিলম্বে দ্বার পরিত্যাগ কর্, নচেৎ এই মুহূর্ত্তে তোকে শাপানলে ভস্মীভূত করিব।”

কর্ত্তব্যপরায়ণ লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসার এই বিষময় দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না, বরং কথঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া মহর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক সতেজে বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! আমি জ্যেষ্ঠের আদেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দ্বাররক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছি। এই নশ্বর জগতে যাহারা মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্যকার্য্য ও প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের ন্যায় নরকুলাঙ্গার ও কাপুরুষ এ জগতে আর

দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। এইরূপ নরাধমেরাই মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ্মণ এইরূপ হীনবীর্য্য বা কাপুরুষ নহে যে, সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইয়া বৃথা জীবনধারণ পূর্ব্বক জন-সমাজে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইবে। ভ্রাতৃআজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য লক্ষ্মণ এ জীবনকে জীবন-বিম্বসম ক্ষণ-ভঙ্গুর জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহা করিতে পারেন।”

আহত বিষধর যেমন ক্রোধে কলেবর বিস্তার করিয়া ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক আঘাতকারীকে দংশন করিতে উদ্যত হয়, তদ্রূপ মহর্ষি দুর্ব্বাসাও লক্ষ্মণ-মুখ-নিঃসৃত তাঁহার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহার নিধন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি ক্রোধকম্পিত কলেবরে রোষকষায়িতস্বরে সৌমিত্রিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “রে দুরাত্মন্! যদি তুই এই মুহূর্ত্তে আমাকে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিতে না দিস্, অথবা আমার আগমনবার্ত্তা রামের কর্ণগোচর না করিস্, তবে এখনই রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন ও অন্য জনগণসহ অযোধ্যানগরী ক্রোধানলে ভস্ম করিব।” তখন লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসার এই দারুণ অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পরক্ষণে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন কারণবশতঃ হিমাচলের চঞ্চলত্ব কিংবা পশ্চিমদিকে ভগবান্ অংশুমালীর উদগমন সম্ভব হইলেও, অতিশয়

কোপন-স্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসার কোপানল তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তখন তিনি বড়ই প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। একদিকে আত্মবিনাশ, অন্যদিকে ভ্রাতৃগণসহ অযোধ্যার অবশ্যম্ভাবী নিধনপ্রাপ্তি ঘটিবে। তখন তিনি কি কর্ত্তব্য, ইহা লইয়া চিন্তাতরঙ্গে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াও পরজীবন রক্ষা করা মানবের প্রকৃত মহানুভবতার কার্য্য। এই স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে রাম সকাশে গমন করিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল রাম লক্ষ্মণকে সহসা সমাগত দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলহৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি লক্ষ্মণ ? সহসা দ্বার পরিত্যাগ করিয়া এখানে তোমার আগমনের কারণ কি ? লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসাঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত রামের নিকট বর্ণন করিলেন। তখন কুটিল কাল রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সত্যপালন ! আমি প্রতিজ্ঞানুসারে আর এখানে একমুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে পারি না। আপনি সত্বর প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া নির্ম্মল রঘুবংশের গৌরব রক্ষা করুন।" এই বলিয়া কাল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে উপনীত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে যথাবিধানে মহর্ষি দুর্ব্বাসার চরণ বন্দনা করিলেন এবং বিনয়পূর্ণ মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কি নিমিত্ত এ আশ্রিত নরাধম সমীপে উপনীত হইয়াছেন, শীঘ্র ব্যক্ত করুন।" দুর্ব্বাসা উত্তর করিলেন, "হে ভবপালন, আমি

সহস্র বৎসর অনশন ব্রত ধারণ করিয়াছি, অদ্য তাহার উদ্‌যাপন দিন। অতএব আমাকে শীঘ্র অন্ন প্রদানে পরিতুষ্ট করুন।"

তখন রাম পরম সমাদরে মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে পুরীর অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া পবিত্রাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর তিনি নিরতিশয় হর্ষ ও আগ্রহ সহকারে নানাপ্রকার অমৃতোপম সুস্বাদু চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মহর্ষি সম্মুখে সংস্থাপন করিলেন। ভোজনান্তে মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরম প্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর লক্ষ্মণ রাম সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়াবনত বদনে ধীরগম্ভীর স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, এইক্ষণ প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া কীর্ত্তি মেখলায় নির্ম্মল রঘুকুল অলঙ্কৃত করুন।" তচ্ছ্রবণে রাম হা লক্ষণ! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বাণবিদ্ধ বীরের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গলদশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রামের চৈতন্যোদয়-মানসে কাতরস্বরে তাঁহাকে বারংবার আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "অগ্রজ! কর্ত্তব্যপালনে এইরূপ অধীরতা, কাপুরুষতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করা ভবাদৃশ ব্যক্তির কখনও কর্ত্তব্য নহে। উহা হীনবীর্য্য, কাপুরুষ ও কর্ত্তব্যবিহীন ব্যক্তিতেই শোভা পায়। আর্য্য! আপনি সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ের একাধার, জ্ঞানের আকর, ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর, ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াও যে কর্ত্তব্যপালনে এত অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিস্মিত হইলাম। আপনি

একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পরম পুণ্য-শ্লোক মহাত্মা শিবি, রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রভৃতি মনীষিগণ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আত্ম-বলিদানেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। প্রভো! বাস্তবিক প্রকৃত কর্ম্মবীরেরা কর্ত্তব্যপালনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র।

"এইক্ষণ আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি ধৈর্য্য-ধারণপূর্ব্বক ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনে নির্ম্মল রঘু-বংশের গৌরব রক্ষা করিতে যত্নবান্ হউন। বিলম্ব করা কোন মতে বিধেয় নহে। যতই বিলম্ব করিবেন, ততই জন-সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আর্য্য! আপনার নিন্দাবাদ শ্রবণ কখনও এদাসের প্রাণে সহ্য হইবে না। লক্ষ্মণ তদপেক্ষা মৃত্যুই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর মনে করিয়া থাকে।"

লক্ষ্মণের এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্যসমূহ রামের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, রাম অশ্রুপূর্ণ অনিমেষ নয়নে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অশেষ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ, আমি নির্ব্বোধিতা বশতঃই নিজের সর্ব্বনাশ নিজে সাধন করিলাম। যাহারা অবিমৃশ্যকারিতা বশতঃ ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে, তাহারাই নিজের পদে নিজে কুঠার নিক্ষেপ করিয়া থাকে। হায়! যে লক্ষ্মণ আমার জন্য রণে, বনে চতুর্দ্দশ বৎসর

অনশন ব্রত ধারণ করিয়া, জীবনের সমস্ত শান্তিসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কত কষ্ট কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; যে লক্ষ্মণ বাল্যাবধি ছায়ার ন্যায় আমার সহচর ও ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ; যে লক্ষ্মণ এজগতে আমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না,—অদ্য আমাকে সেই লক্ষ্মণের নিধন সাধন করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ও কৃতঘ্নতার কার্য্য আর কি হইতে পারে। এ অবস্থায় মৃত্যুই আমার একমাত্র শান্তি-প্রদ। তখন তিনি শমনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে সর্ব্বসন্তাপনাশন! তুমি এজগতে জীবের শোকতাপ ও দুর্ব্বিসহ যাতনা নিবারণের একমাত্র উপায়। অতএব তোমাকে আমি কাতর বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ অধমকে আলিঙ্গন করিয়া আমার অসহ্য মর্ম্মবেদনা সমূহ দূরীভূত কর। ক্ষণকাল পরে বলিলেন হা বুঝিয়াছি, শমন, তাহা তুমি করিবে কেন? যে রাম দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দশম মাসের গর্ব্ভবতী নিরপরাধা জায়াকে নির্ব্বাসিতা করিতে পারিয়াছে, যে পাপিষ্ঠ আজ্ঞাপালন-তৎপর লক্ষ্মণের নিধন সাধনে উদ্যত হইতে পারিয়াছে, তুমি ধর্ম্মরাজ হইয়া সেই নরাধমকে স্পর্শ করিয়া কলুষিত হইবে কেন? এইক্ষণ বুঝিলাম আত্মহত্যা ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। আবার পরক্ষণে অতিশয় আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, শাস্ত্রে কথিত আছে আত্ম-হত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যাকারী নরকেও স্থানপ্রাপ্ত হয় না। এইক্ষণ কি কর্ত্তব্য এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।”

এমন সময়ে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রামকে অচেতন অবস্থায় ভূতলশায়ী দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় মানসে তাঁহাকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে রামের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বশিষ্ঠদেবকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধানে মহর্ষির চরণ-বন্দনা পূর্ব্বক নিয়ত অধোবদনে নীরবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে প্রাজ্ঞ! জীবমাত্রেই এ জগতে নিয়তির অধীন। নিয়তির বিষম আবর্ত্তনে এসংসারে দিবারাত্রির ন্যায় জীবের সুখদুঃখময় ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে। নিয়তির গতি প্রতিরোধ করিতে স্বয়ং বিধাতাও পারেন কিনা সন্দেহ। অতএব এজগতে সাময়িক সুখে আসক্ত ও দুঃখে অভিভূত হওয়া জ্ঞানি-গণের উচিত নহে। তুমি পরম জ্ঞানী হইয়াও যে অলঙ্ঘনীয় শোকে অধীর হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছ, তদ্দর্শনে আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। এইক্ষণ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম-পথের পথিক হও। ইহ জগতে সত্যই ধর্ম্মের মূলভিত্তি, সুতরাং সত্যপালন না করিলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া জীবকে নরকগামী হইতে হয়। অতএব সেই অনন্ত সুখের আকর, শান্তির আধার, মোক্ষধাম গমনের একমাত্র প্রশস্ত পথ ধর্ম্ম রক্ষার্থে সত্বর যত্নবান হও।

"প্রতিজ্ঞানুসারে প্রাণাধিক লক্ষ্মণ তোমার বধ্য বটে, কিন্তু

শাস্ত্রে কথিত আছে বধ ও বর্জ্জন এক, তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব লক্ষ্মণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বধ না করিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন কর।" তখন রাম অনন্যোপায় হইয়া সত্যধর্ম্মের অনুরোধে লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন এবং ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের অসহ্য যাতনায় অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পরম ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ যাইতে যাইতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নিয়ত ভ্রাতৃবিচ্ছেদানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই সহস্রগুণে শান্তিপ্রদ; বিশেষতঃ আর জীবন ধারণ করিলে সম্যক্‌রূপে ভ্রাতৃআদেশ ও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হয় না। অতএব এই বৃথা জীবন ধারণ করিয়া কলঙ্কভার বহন করা কোনমতে যুক্তি-যুক্ত নহে। এই স্থির করিয়া তখন তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পরম পবিত্র পুণ্য-সলিলা সরযূগর্ব্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

অনিল ভিন্ন অনলের কিংবা জীবের ক্ষণকাল বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইলেও লক্ষ্মণ অভাবে লক্ষ্মণগতপ্রাণ রাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের ক্ষণকালও জীবনধারণ করা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা লক্ষ্মণের আত্ম-বিসর্জ্জন সংবাদ শ্রবণে শোকে অধীর হইয়া অশেষ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং সেই দুর্ব্বিষহ যাতনা নিবারণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও সেই পুণ্য-সলিলা সরযূগর্ব্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

একদা আমি সাংসারিক নানা প্রকার দুশ্চিন্তানলে দগ্ধীভূত হইয়া দুঃসহ যাতনায় কালযাপন করিতেছিলাম। তখন চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলাম। কখন শোকসন্তাপহারিণী বীণার মধুর ঝঙ্কার, কখন বংশীর হৃদয়োন্মাদ-কারী সুমধুর রব, কখন চিত্ত-বিনোদ-কর সুগায়কগণের সুধাময় সঙ্গীত, কখনও বা প্রিয় সুহৃদ্‌গণের অমৃতায়মান্ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিলাম, কখন অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন ভুবনমোহন চন্দ্রমা ও অসংখ্য তারকাপরিশোভিত গগণমণ্ডলের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, কখনও বা নানা প্রকার কৃত্রিম ও বাহ্য বস্তুর মনোহর দৃশ্য সকল দর্শন করিলাম; কিন্তু কিছুতেই শান্তির বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি একান্ত সন্তপ্ত-হৃদয়ে, শান্তিলাভ লালসায় বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুদূর গমন করার পর সম্মুখে এক বৃহদরণ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন বনের মনোহর শোভা দর্শন করিবার জন্য পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্রুত গমনে সেই মহারণ্যের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং সত্বর সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের মনোহর শোভা দর্শন করিতে

লাগিলাম। তখন সুখময় ঋতুরাজ বসন্ত নাতি-শীতোষ্ণ মধুর মারুত হিল্লোলে প্রকৃতিকে শান্তিরসে সিক্ত করিতেছিলেন।

বসন্তাগমে নানাবিধ তরুলতা ও গুল্মনিচয় অভিনব কিসলয় ও কুসুমদামে সুশোভিত হওয়ায় বনস্থল অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিবিধ বন কুসুম-গন্ধ বহন করিয়া উহা আমোদিত করিতেছিল। নিয়ত মধুলোলুপ অলিবৃন্দ বীণাবিনিন্দিত মধুর ঝঙ্কারে বনভাগ নিনাদিত করিয়া পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণ করিতেছিল এবং নানা রাগরঞ্জিত নানাজাতীয় পরম সুন্দর বিহঙ্গমগণ বৃক্ষ সমূহ অলঙ্কৃত করিয়া বনস্থলের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক মধুর রবে উহা প্রতি-ধ্বনিত করিতেছিল। কোথাও বসন্তসহচর মদকল কোকিল-নিচয় শাখা প্রশাখায় বসিয়া কাকলী স্বরে গান করিতেছিল। কোথাও শ্যামা, শুক, পাপিয়া প্রভৃতি বিহগসমূহ সুমধুর স্বরে ভুবন মুগ্ধ করিতেছিল; কোনস্থলে শাখোপরি শিখিকুল মনোহর পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছিল; কোথাও নানাজাতীয় শাখামৃগ পালে পালে অব্যক্তধ্বনি পূর্ব্বক বনস্থল বিলোড়িত করিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছিল এবং নিম্ন ভাগে কোথাও কোথাও বা নয়নরঞ্জন মৃগকুল গ্রীবা উত্তোলন করিয়া অকুতোভয়ে বৃক্ষলতার নব পল্লবাদি ভক্ষণ করিতেছিল। বস্তুতঃ বনস্থলের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, সেই দিকই মনোহর দৃশ্য ও শান্তি সুখে পরিপূর্ণ। তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম আহা! সাধে কি মুনি ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানিগণ নগরের শোভা উপেক্ষা করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া থাকেন।

বাস্তবিক বনের সেই রমণীয় শোভা সন্দর্শনে, মধুপদিগের বীণাবিনিন্দিত মধুর ঝঙ্কার ও বিবিধ বিহগগণের মধুর কূজন-শ্রবণে, নানাবিধ প্রসূনের মনোহর সৌরভ আঘ্রাণে এবং সুশীতল বসন্তানিল সংস্পর্শে পতিবিয়োগবিধুরা সতীর কিংবা পুত্র-বিচ্ছেদানলে দগ্ধীভূত পিতার মনেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তথাপি আমার সন্তপ্তমনে বিন্দুমাত্র সুখের সঞ্চার হইল না। তখন আমি একেবারে হতাশ হইয়া অতি বিষণ্ণ বদনে এক বৃহৎ বটবিটপিমূলে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, ঐ চিন্তে! মনীষিগণ যে তোমাকে চিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম। চিতা সুখদুঃখবিরহিত নির্জ্জীব মৃত দেহকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে; আর তুমি সজীব বলবান্ দেহকে দগ্ধ করিয়া ভস্ম কর। এজগতে তোমার ন্যায় ভীষণ অশান্তিপ্রদ আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ। যদি তুমি এজগতে না থাকিতে, তবে এ জগৎ যে প্রাণিগণের পক্ষে কি শান্তিসুখের আবাসভবন হইত তাহা বলা যায় না।

তখন কে যেন আমাকে জলদগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "রে অবোধ, যে চিন্তা এ জগতে অভীষ্টদানের কল্প-স্বরূপা, সুখ-মোক্ষ-দানের একমাত্র মূর্ত্তিমতী দেবী, এবং অনন্ত শক্তির আকর স্বরূপা; যাঁহার মহীয়সী শক্তিবলে মানবগণ ভূতলে বসিয়া গগনতল নখদর্পণের ন্যায় দর্শন করিতে পারেন এবং দেবশক্তিকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হন, তুমি অজ্ঞানতা-বশতঃ সেই অসীম শক্তিসম্পন্না চিন্তা দেবীকে নিন্দা করিতেছ।

তাহা তুমি করিতে পার বটে, কেন না যাহার কখন আলোক দর্শন করিবার শক্তি নাই, তাহার নিকট শত শত প্রভাকরও ভীষণ তিমিরের আকর ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

আমি বনমধ্যে সহসা এই গম্ভীরধ্বনি শ্রবণমাত্র অতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিকটে কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি মনে মনে নানা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলাম যে, পরিশ্রুত শব্দ আকাশবাণী, কি কোন মনুষ্যকণ্ঠসম্ভূত। যদি আকাশবাণী হইত, তবে উহা অটবীর এক দেশ হইতে হইবে কেন, ঊর্দ্ধদিক হইতে পরিশ্রুত হইত। বিশেষতঃ মনুষ্য স্বরের লক্ষণ সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, শব্দ মানবকণ্ঠনিঃসৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন আমি পরম কৌতূহল পরবশ হইয়া ব্যগ্রচিত্তে শব্দকারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে ক্রমে অরণ্যের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ-তরুতলে একজন মহাপুরুষ নিমীলিতনয়নে যোগাসনে চিন্তা-মগ্ন রহিয়াছেন।

তদ্দর্শনে আমি নিশ্চয় অনুমান করিলাম যে সেই গম্ভীর ধ্বনি এই মহাপুরুষের কণ্ঠনিঃসৃত ভিন্ন আর কাহারও নহে। তখন আমি তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম এইরূপ ভুবনমোহন মূর্ত্তি আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। উঁহার ললাটদেশ প্রশস্ত ও উন্নত; প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে দয়া,

ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের উজ্জ্বল জ্যোতি বিরাজমান থাকায় উহা ভুবনমোহন চন্দ্রমাকেও পরাভূত করিয়াছে। বঙ্কিম ভ্রূচাপশোভিত কর্ণায়ত লোচনদ্বয় তাঁহার মুখমণ্ডলে রম্য সরোবরে ভাসমান ফুল্লেন্দীবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বিপুল নাসিকা-সৌন্দর্য্যে দীপশিখাকেও অতিক্রম করিয়াছে। আনাভি-লম্বিত ঘন শ্মশ্রুজাল তাঁহার বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার মস্তকের বিলম্বিত দীর্ঘজটাসমূহ ফণীধরের মস্তকস্থিত ফণাধরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল পীনোন্নত ও প্রশস্ত। আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় গোল ও সুদৃঢ়। তাঁহার ভস্মাবৃত তেজোময় প্রকাণ্ড তনু হইতে জলদাবৃত ভানুর ন্যায় তেজোরাশি নির্গত হইতেছে। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, বক্ষঃস্থলে অক্ষমালা এবং বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষবলয় শোভা পাইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার সেই স্বভাবসৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিলেই তাঁহাকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ের একাধার, সদগুণ সমূহের আশ্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানরাশি বলিয়া বোধ হয়।

আমি অতিশয় ভক্তিভরে তাঁহার চরণ-সরোজে অভিবাদন করিলে, তিনি চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে সস্নেহ-মধুরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি যথার্থই অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছ। তুমি অমূল্য-রত্ন-প্রসবিনী চিন্তা দেবীর নিন্দাবাদ করিতেছ জানিতে পারিয়া আমিই তোমাকে গম্ভীরস্বরে তিরস্কার করিয়াছি। বৎস, এজগতে চিন্তাই উন্নতিবিধায়িনী, অসীমশক্তিপ্রদায়িনী এবং সুখ-মোক্ষ-দানের একমাত্র মূর্ত্তিমতী দেবী। অতএব যাঁহারা

এ জগতীতলে কায়মনোবাক্যে চিন্তা দেবীর উপাসনা করিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে পশুর ন্যায় নিকৃষ্ট অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। বোধ হয় তুমি কোল, ভীল, গারো, নিগ্রো, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির লোক দেখিয়া থাকিবে; তাহারা এখনও উলঙ্গ অবস্থায় অরণ্যে, পাহাড়ে ও পর্ব্বত-কন্দরে বাস করিতেছে; হিংস্রজন্তুর ন্যায় নরশোণিত কি পশ্বাদির আমমাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে; তাহাদের বিকটমূর্ত্তি দর্শন করিলে রাক্ষস বা পিশাচের অবতার বলিয়া মনে হয়; তাহারা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত হিংস্রজন্তুর ন্যায় নিকৃষ্ট অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। মানবোচিত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না; আর তুমি হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, জর্ম্মন, ফরাসী এবং আমেরিকা দেশবাসী প্রভৃতি সুসভ্য জাতির বিষয় অবগত আছ। তাঁহাদের অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও শিল্পকৌশল প্রভাবে মানব-জাতি উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, জগৎ শান্তি সুখের আগার এবং শিল্পসম্ভূত মনোহর সৌধাবলী প্রভৃতি দ্রব্যনিচয়ে পরিশোভিত হইয়া স্বর্গের ন্যায় রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে।

"বৎস তুমি বলিতে পার যে, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সুসভ্য জাতি একই মনুজবংশসম্ভূত ও সমধর্ম্মাবলম্বী হইয়া অসভ্য জাতিরা পশুর ন্যায় নিকৃষ্ট অবস্থায় কালযাপন করিতেছে, আব সুসভ্য জাতিরাই বা দৈবশক্তি সম্পন্ন হইয়া এজগতে অসীম প্রভুত্ব করিতে সমর্থ

হইতেছে কেন? চিন্তাশক্তির পরিচালন, ও তৎপরিচালনের অভাবই উহার একমাত্র কারণ। সুসভ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষেরাই যে প্রথমে বর্ত্তমানের ন্যায় সুসভ্য ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা অসীম চিন্তার্ণব মন্থন পূর্ব্বক নানা বিষয়ে জ্ঞানরত্ন উত্তোলন করিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধন দ্বারা দৈব-শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন; আর অসভ্য জাতিরা চিন্তাশক্তির পরিচালন করিতে না পারায়, পূর্ব্বাপর পশুর ন্যায় নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে।"

তদনন্তর তিনি বলিলেন "বৎস! তোমরা যে মধুর রসস্রাবি-কাব্য পাঠ করিয়া জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ পূর্ব্বক অতুল আনন্দ উপভোগ ও জীবনের অশেষ উৎকর্ষসাধন করিতেছ; দর্শন-শাস্ত্র পাঠে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি-মার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছ, অতি সারময় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে ধরাতলে বসিয়া অত্যুচ্চ গগণমণ্ডলস্থিত গ্রহ উপগ্রহের গতি বিধি নখদর্পণের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণাদির নির্ণয় করিয়া মনুষ্যজীবনের ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছ; দ্রুতগামী মনোহর প্রকাণ্ড বাষ্পীয়পোতে আরোহণে দুস্তর জলধি অতিক্রম করিয়া বহুদূরস্থ দেশ দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক বৈদেশিক রমণীয় শোভা সন্দর্শন ও বিদেশীয়গণের সহিত আলাপ ব্যবহারে নির্ম্মল সুখভোগ করিতেছ এবং বিদেশজাত দ্রব্য সামগ্রী-নিচয় সংগ্রহ করিয়া পরম উপকৃত হইতেছ; অতি দ্রুতগামী শকটারোহণে একমাসের পথ এক ঘণ্টায় গমন করিয়া

অল্পকাল মধ্যে অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করতঃ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ; তাড়িত বার্ত্তাবহের সাহায্যে শত যোজন দূরে অবস্থিত আত্মীয়বর্গের শুভসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছ; দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রজনীর তিমির হরণ করিয়া দিবাভাগের ন্যায় স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছ; গ্রামোফন যন্ত্রদ্বারা মানবকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতাদির প্রতিলিপি শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছ; ব্যোমযান আরোহণে শূন্যমার্গে বিচরণ করিয়া গ্রহাদির গতিবিধি দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছ; নানাবিধ ঔষধাদি সেবনে দুরন্ত রোগের হস্ত হইতে পুনর্জীবন লাভ করিয়া অশেষ পার্থিব সুখভোগ করিতেছ; এবং সুরম্য হর্ম্ম্যে অবস্থান পূর্ব্বক মহামূল্য বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া মধুরাশনে জীবনযাপন করিতেছ; ঐ সকলই চিন্তাসম্ভূত অমূল্য রত্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্‌সপিয়র, মিল্টন্, হোমার, হাফেজ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অতিকষ্ট ও পরিশ্রমে চিন্তার্ণব হইতে অমূল্য কাব্যরত্ন উত্তোলনপূর্ব্বক জগদ্‌বাসীর অশেষ উপকার সাধন করিয়া এই নশ্বর জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, ব্যাস, জৈমিনি, কণাদ, ডারুইন্, সক্রেটিস, প্লেটো, পিথাগরাস্ প্রভৃতি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিশেষ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত দীর্ঘকাল অভীষ্টদায়িনী চিন্তাদেবীর উপাসনাফলেই গভীর জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ অতি জ্যোতির্ম্ময় দর্শন নামক রত্নসমূহ

লাভ করিয়া এজগতের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন এবং উঁহার বলেই মানবগণ দেবশক্তিকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইতেছেন। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, গেলিলিও প্রভৃতি মনীষিগণ চিন্তাশক্তির বলেই ভূতলে বসিয়া নভঃস্থল সন্নিহিত বস্তুর ন্যায় দর্শনপূর্ব্বক গ্রহনক্ষত্রের গতি নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জন ফুলটন, জেমস্ ওয়াট প্রভৃতি উন্নতমনা মানবগণ দীর্ঘকাল চিন্তাদেবীর তপস্যার ফলেই বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেন্‌জামিন্ ফ্রঙ্কলিন্, রাম্‌সডেন, ফেরাডে, ভল্টা, এডিসন্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিশেষ ধৈর্য্য,অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সহকারে বহুকাল চিন্তাশক্তির পরিচালন দ্বারাই প্রকৃতিগর্ব্ভে লুক্কায়িত তাড়িতপ্রবাহ ধরিয়া উহার নানা রকম নিয়োগে তাড়িত বার্ত্তাবহ, টেলিফোন, বিদ্যুত আলোক, গ্রামোফোন প্রভৃতি নানাপ্রকার অদ্ভুত যন্ত্রাদির আবিষ্কার পূর্ব্বক এজগতের অশেষ উপকার সাধন করিয়া সকলের নিকট দেবতার ন্যায় ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন। বস্তুতঃ মনুষ্যজগতে সভ্যতার আরম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যের উন্নতি বিধায়ক যে সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই সকলই মনীষি ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাসম্ভূত অমূল্য রত্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখনও বিশ্বস্রষ্টা জগৎপাতা জগদীশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলে চিন্তালভ্য কতপ্রকারের অমূল্যরত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সুসভ্য জাতির প্রধান প্রধান জ্ঞানী ও মনীষিগণ তাহার কোন না কোন রত্ন লাভের জন্য ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ও সহিষ্ণুতার সহিত অহর্নিশ

চিন্তাদেবীর উপাসনা করিতেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এই বিশাল বিস্তৃত ভারতবর্ষের একটী লোককেও তাহার কোন বিষয়ের জন্য আমি চিন্তাদেবীর আরাধনা করিতে দেখিতেছি না। আজকাল ভারতবর্ষীয়েরা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াই পরিতুষ্ট হইতেছেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্তর সেই মহাপুরুষ মৃদুমন্দস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস, বাস্তবিক চিন্তার ন্যায় অসীমশক্তিসম্পন্না দেবী ত্রিজগতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ মার্ত্তণ্ড-দেব যেরূপ নভঃস্থলে বিচরণ করিয়া করদ্বারা ভূগর্ভস্থ বারি ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লয়েন, চিন্তাও তদ্রূপ সুদূরে থাকিয়া জলধিতল হইতে ঊর্দ্ধে সপ্তম স্বর্গস্থিত দেবারাধ্য ধন আকর্ষণ করিয়া মানবের অক্ষিগোচর করাইয়া থাকেন। উহাঁর এই অসীম শক্তিবলেই ধ্রুব প্রভৃতি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সালোক্য মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৎস! ধ্রুব চরিত্র, উদ্যম ও অধ্যবসায়বলে সাধনাসিদ্ধির অদ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ, পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ, ভ্রাতৃস্নেহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং দয়া ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের আধারস্বরূপ। তোমার নিকট ধ্রুব-চরিত্রের বিষয় পরে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব।”

অতঃপর তিনি বলিলেন, “বৎস, চিন্তার সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, যিনি যে বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া যে পরিমাণে উদ্যম, অধ্যবসায় ও

এককাগ্রতা সহকারে চিন্তা দেবীর আরাধনা করেন, তিনি তাঁহার অনুগ্রহে সেই বিষয়ে সেই পরিমাণে জ্ঞানলাভ করিয়া উহা সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হন ; কিন্তু কেহ এককালে একাধিক বিষয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। এই কারণ বশতঃই এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। এই কারণ বশতঃই কালিদাস, সেকস্‌পিয়র প্রভৃতি কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন। এই কারণ বশতঃই ব্যাস, কপিল প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা নানা বিষয় উদ্ভাবন করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষ কোন দিন সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাস্তবিক চিন্তাশক্তি প্রভাবে কত অসভ্য দেশ মহাশক্তিশালী সুসভ্য দেশে পরিণত হইতেছে, পক্ষান্তরে চিন্তাশক্তির হ্রাস বা অভাবে কত সমৃদ্ধিশালী সুসভ্য জনপদ অবনতির চরম সীমায় পতিত হইতেছে। আজকাল ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানের যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, চিন্তাশক্তির হ্রাস বা অভাবই উহার একমাত্র কারণ।"

অনন্তর তিনি আমাকে স্নেহপূর্ণবাক্যে বলিলেন, "বৎস, এসংসারের সুখ দুঃখের বিষয় চিন্তা করিলে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এসংসার নিয়ত কালচক্রের বিষম আবর্ত্তনে বিঘুর্ণিত হইয়া সুখরূপ রবিকরে আলোকিত, আবার দুঃখরূপ তিমিরে সমাচ্ছন্ন, কখন কখন সুখদুখঃরূপ আলোক ও অন্ধকারের

মিশ্রিত কিরণে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুতরাং কালচক্রের এই বিষম আবর্ত্তনে সংসারস্থ জীবগণ কখন সুখের উন্নত-গিরি-শিখরে আরোহণ করিতেছে, কখন দুঃখের অগাধ জলধিতলে নিমগ্ন হইতেছে। এই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে কত সম্রাট্, কত রাজা, কত ধনী দারুণ দীনতাগ্রস্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতেছেন; আবার কত দীন দুঃখী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া কিছুকাল পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। কেহ বা পুত্রের বদনসুধাকর দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন; কেহবা পুত্র-বিচ্ছেদানলে দগ্ধীভূত হইয়া দুর্ব্বিষহ যাতনায় হাহাকার করিতেছেন। প্রিয়সুখ-সম্মিলনে যিনি এইক্ষণে পরমানন্দে কালক্ষেপণ করিতেছেন, পরক্ষণেই হয়ত তিনি প্রিয়-বিরহানলে দগ্ধীভূত হইবেন। অদ্য যিনি এসংসারকে চিরসুখের আবাসভবন মনে করিয়া সগর্ব্বপদাস্ফালনে বিচরণ করিতেছেন, কল্য তিনি কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়া একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবেন।

"পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই অলঙ্ঘনীয় গতি, কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন না। বৎস! জগতের এই নশ্বরত্বই মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র কারণ, যিনি এই নশ্বরত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহার হৃদয় জ্ঞান ও জ্ঞানানুচর শম, দম, ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ স্বতঃই অধিকার করিয়া তাঁহাকে পাপরূপ রাক্ষসের আক্রমণ হইতে রক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিমার্গে পরিচালিত করিয়া থাকে, আর যাহারা মোহান্ধতা বশতঃ জগতের

নশ্বরত্বের বিষয় অবধারণ করিতে অসমর্থ তাহারা অতিশয় বিদ্বান হইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানিগণ এই নশ্বর জগতের সম্পদে প্রমত্ত, বিপদে বিচলিত, সুখে আসক্ত, দুঃখে অভিভূত হন না। তাঁহারা সুখে কি দুঃখে, বিপদে কি সম্পদে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করেন। কখনও অলঙ্ঘনীয় বিষয় লইয়া দুশ্চিন্তায় শরীর ও মনকে ক্লিষ্ট করেন না। তবে মনীষিগণ চিতা অপেক্ষাও চিন্তাকে যে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে বলিয়া বিবেচিত হয়।" এই বলিয়া মহাতপা আমাকে মৃদুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! এইক্ষণ বুঝিতে পারিলেত যে চিন্তা উন্নতিবিধায়িনী, অসীমশক্তি-প্রদায়িনী এবং সুখমোক্ষদাত্রী দেবী কিনা?" আমি কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়বচনে উত্তর করিলাম, "প্রভো! আপনার অনুগ্রহে এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, চিন্তাই সর্ব্বশক্তিদায়িনী ও সর্ব্বদুঃখাপহারিনী। যদি এজগতে চিন্তাশক্তি না থাকিত তবে এজগৎ মহারণ্যে পরিপূর্ণ থাকিত এবং কেবল পশু প্রকৃতি অসভ্য লোকেরই আবাস ভবন হইত।" তখন তিনি ঈষৎ হাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস, চিন্তাই জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের একমাত্র উপায়, অতএব সর্ব্বদাই চিন্তার বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধ্রুব।

অনন্তর সেই মহাতপা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! অতি পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠপুত্র উত্তানপাদ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুনীতি ও সুরুচি নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন। মহারাণী সুনীতি জ্যেষ্ঠা ও সুরুচি কনিষ্ঠা। মহারাণী সুনীতি বিশেষ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন না, কিন্তু তিনি অতিশয় বিদুষী ও দয়া, ক্ষমা, সরলতা এবং পতিপরায়ণতা প্রভৃতি সতীর সমস্ত গুণের আধারস্বরূপা ছিলেন। রাজ্ঞী সুরুচি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসদ্গুণ-সমূহে পরিপূর্ণ ছিল। বাস্তবিক মহারাণী সুনীতি, সুনীতির আদর্শস্বরূপা এবং সুরুচি আপাতসুন্দর মাকাল ফলের ন্যায় কুরুচির আকরস্বরূপা ছিলেন।

একে সপত্নীবিদ্বেষ তাহাতে আবার তাঁহারা পরস্পর বিপরীত-স্বভাবসম্পন্না ছিলেন বলিয়া রাজ্ঞী সুনীতি ও সুরুচির মধ্যে বড়ই অসদ্ভাব ছিল। আলোক ও অন্ধকারের যেরূপ, একত্রা-বস্থান সম্ভবে না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যেরূপ একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না, তদ্রূপ মহারাণীদ্বয়ের পক্ষে একত্র বাস অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কামাতুর রাজা উত্তানপাদ মহারাণী সুরুচির অসামান্য রূপ-

লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমডোরে কৃতদাসের ন্যায় আবদ্ধ ছিলেন; এজন্য তিনি প্রাণপ্রিয়তরা মহিষী সুরুচির অতি অন্যায় আচরণেও পরিতুষ্ট হইতেন। তাহার অপ্রিয় ভাষাও তাঁহার কর্ণকুহরে সুধাধারা বর্ষণ করিত; তাহার অন্যায় প্রার্থনাও অবিলম্বে সযত্নে সম্পাদিত হইত। বস্তুতঃ মহারাণী সুরুচির মনস্তুষ্টির জন্য রাজা উত্তানপাদ ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করিতেন না কিন্তু তিনি সুরুচির কুপরামর্শে সুনীতির ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায়ও কর্ণপাত করিতেন না। বাস্তবিক সুরাসক্ত ব্যক্তির নিকট সুধা যেরূপ অপ্রিয় ও পরিহার্য্য তদ্রূপ পরমাসতী মহারাণী সুনীতি রাজা উত্তানপাদের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

সুচতুরা সুরুচি কুহকজালে পতিকে ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিয়া নির্ভীকচিত্তে মহারাণী সুনীতিকে অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। আহা মহত্ত্বের কি মহীয়সী শক্তি! মহত্ত্বের কি অপার মহিমা! মহৎ ব্যক্তি বা বস্তুনিচয় শত উৎপীড়িত হইলেও বৈরীর প্রতি কখনও বৈরভাব অবলম্বন করেন না, বরং যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। একারণ চন্দনপাদপ যেরূপ মনোহর গন্ধ প্রদান করিয়া ছেদকের মন পরিতুষ্ট করে, ইক্ষুদণ্ড যেরূপ পেষণকারীকে মধুর রস প্রদান করিয়া থাকে, তদ্রূপ দেবীস্বভাবা সুনীতিও স্বীয় স্বভাবগুণে সুরুচির অসদ্ব্যবহারে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাহার প্রতি যথোচিত স্নেহ ও সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন। তাহাতে পাপমতি সুরুচির হিংসানল ঘৃতসিক্ত বহ্নির ন্যায় প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিত।

একদা স্বার্থপরায়ণা সুরুচি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সহজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, একারণ মহারাজ হয়ত আবার সপত্নীর করুণ প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইতে পারেন এই ভয়ে, তিনি একদিবস মহারাজকে প্রেমপূর্ণ মধুরস্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে জীবনজীবন! আমার পরম শত্রু সপত্নী সর্ব্বদা আমাকে দুর্ব্বাক্যানলে দগ্ধ করিয়া থাকে। যদি আপনি সেই বিষমুখী সপত্নীকে নির্ব্বাসিত না করেন, তবে আমি অনলে কিংবা সলিলে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত করিব।"

কামাতুর ব্যক্তিদিগের প্রিয়তমা নারীই একমাত্র উপাস্য দেবতা। তাহারা প্রিয়তমার চিত্তবিনোদনের জন্য না করিতে পারেন এইরূপ কুকার্য্য এজগতে প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না।

পরমস্ত্রৈণ রাজা উত্তানপাদ প্রিয়তমার মুখনিঃসৃত এবম্বিধ অপ্রীতিকর বাক্যশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া জনৈক পরিচারক দ্বারা মহারাণী সুনীতিকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে আরক্তলোচনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে পাপীয়সি, তুই আমার প্রাণ-প্রিয়তরা মহিষীকে সর্ব্বদা দুর্ব্বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছিস্। রে হতভাগিনি, তোর এই গুরুতর পাপের শাস্তিস্বরূপ তোকে বনে নির্ব্বাসিত করিলাম। এখনই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন কর।" ইহাতে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্রা সুরুচির আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু তিনি মোহান্ধ হইয়া বুঝিতে পারিলেন না যে আত্মবিনাশ-রূপ বিষবৃক্ষের বীজ স্বহস্তে রোপণ করিলেন।

দেবীস্বরূপা মহারাণী সুনীতির প্রতি রাজার এই ন্যায়বিগর্হিত দণ্ডবিধানে সভাসদ্গণমধ্যে কেহই অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলেই বিষম ক্ষোভভরে অশেষ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে মনে মনে রাজাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

মহারাণী সুনীতি স্বামীর এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধানেও কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি রাজা উত্তানপাদকে কাতরস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে জীবন-সর্ব্বস্ব! পতিই সতীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করাই সতীর একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। সতী, পতির আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেই আত্মাকে চরিতার্থ মনে করে এবং নারীজন্মের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব পতির আজ্ঞা যতই কঠোর ও দুঃখপূর্ণ হউক না কেন, সতী তাহাতে কিছুমাত্র ভয় করে না। দেব, এইক্ষণে আপনার শ্রীচরণে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, যাহাতে আমি নিবিড় অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাপন করিতে পারি, তজ্জন্য সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিবেন। শ্বাপদসঙ্কুল বনে আপনার আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র অবলম্বন।" এই বলিয়া তিনি অতিশয় ভক্তিভরে রাজা উত্তানপাদকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণ-সরোজে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে প্রগাঢ়

ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে বিশ্বপাতা সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে জগৎপিতঃ! আপনি অগতির গতি, অনাথের নাথ, শরণাগতের আশ্রয়, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা; পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী কন্যা স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত একাকিনী শ্বাপদশঙ্কুল গহন কাননে গমন করিতেছে। হে কৃপাসিন্ধো! যাহাতে এ হতভাগিনী সতীধর্ম্ম রক্ষাপূর্ব্বক নিবিড়বনে নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাপন করিতে পারে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন। এই বলিয়া তিনি ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বসনভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঙ্গালিনীবেশে বনগমনে যাত্রা করিলেন।

হায়! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডদর্শী ভগবান্ সহস্রাংশুদেব যাঁহার বদন-সুধাকর দর্শন করিতে পারেন নাই, হিমাংশুসুধাকর-করে যাঁহার কোমলাঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন নাই, সেই অসূর্য্যম্পশ্যা মহারাণী সুনীতি পদব্রজে বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী অধর্ম্ম ও অলক্ষ্মীর ভয়ে ভীত হইয়া পবিত্র স্থানে আশ্রয় লইবার জন্য নির্জ্জন বনগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কতিপয় দিবস পরে মহারাণী সুনীতি মন্থরগমনে অতিকষ্টে এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সেই বনবাসী ত্রিকালজ্ঞ তাপসনিচয় জ্ঞানচক্ষু দ্বারা মহারাণীর নির্ব্বাসনের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি বনে পদার্পণ করিবামাত্র তাপসনিচয় পত্নীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভয় প্রদান

পূর্ব্বক পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের পবিত্রাশ্রমে লইয়া গেলেন। তদবধি মহর্ষিগণ পিতার ন্যায় এবং মুনিপত্নীগণ মাতার ন্যায় মহারাণীকে পরমস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাহাকে বাসোপযোগী একটি রম্য পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহাতে মহারাণী সুনীতি মুনি ও মুনিপত্নীদিগের পবিত্র সহবাসে মুনিপ্রদত্ত বন্যফলমূল ভক্ষণ করিয়া পরম পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে একদিবস রাজা উত্তানপাদ সসৈন্যে সেই বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। বনমধ্যে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে, এমন সময়ে সহসা নভোমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। স্বভাবচঞ্চলা ক্ষণপ্রভা, ক্ষণমাত্র প্রভা প্রকাশ করিয়া, জলধরদিগের সহিত মোহন ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। অশনির ভীষণ গর্জ্জনে বসুধা বিকম্পিত ও গগনতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রায় যাবতীয় প্রাণিকুল ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল, কেবল একমাত্র মেঘসখা প্রিয়সখার আগমন দর্শন করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীমপ্রভঞ্জন ক্রমশঃ ভীম হইতে ভীমতর বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। মেঘদল অবিরল ধারায় ঝম্‌ঝম্‌ রবে বারিবিন্দু ও করকানিচয় বর্ষণ করিতে লাগিল। পবন-দেবের ভীষণ বেগে বৃক্ষনিচয়ের কাহারও শাখা প্রশাখা ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। তখন

পবনের ভৈরব হুহুঙ্কারে, অশনির ভীষণ গর্জ্জনেও বৃক্ষ-ভঙ্গের মড়মড় শব্দে দশদিক্ বিকম্পিত হইতে লাগিল। তাহাতে প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সংসারস্থ জীবগণ প্রলয় ভাবিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন ধনীর ধন-চিন্তা নাই, বিষয়ীর বিষয়-চিন্তা নাই, দরিদ্রের অন্ন-চিন্তা নাই, পাপীর কু-চিন্তা নাই, শিশুর প্রতি মাতার দৃষ্টি নাই, প্রেমিকের মন প্রিয় অন্বেষণে বিরত, তখন বোধ হইল যেন প্রকৃতপক্ষে এজগতে কেহ কাহার নয় মনে করিয়া কেহ কাহারও অন্বেষণ করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব প্রাণভয়ে কম্পিত কলেবরে কাতরস্বরে বিপদভঞ্জন বিশ্বপিতা জগদীশ্বকে স্মরণ করিতেছে।

এদিকে রাজসৈন্যগণ প্রাণভয়ে রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যে যেদিকে ইচ্ছা, সে সেইদিকেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিল। তখন রাজা উত্তানপাদ অশ্বারোহণে ছিলেন। অশ্ব -ও অশনির ভীষণ গর্জ্জন ও প্রবল ঝটিকাভয়ে ভীত ও চমকিত হইয়া তীরবেগে একদিকে ছুটিল। তাহাতে রাজা আর তুরঙ্গপৃষ্ঠে থাকিতে পারিলেন না। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে নিপতিত হইয়া অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। একে তিনি পদব্রজে গমন করিতে অনভ্যস্ত, তাহাতে আবার পথবিহীন কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্য মেঘাচ্ছন্নতা নিবন্ধন গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার পক্ষে গমন করা আরও ক্লেশকর হইল। তথাপি তিনি

প্রাণভয়ে নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি একটী পর্ণকুটীরের সমীপবর্ত্তী হইয়া আমাকে আশ্রয় প্রদানে রক্ষা কর বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর হইতে একটি জীর্ণাশীর্ণা রমণী বহির্গত হইয়া রাজা উত্তান-পাদকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক কুটীরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। রাজা তখন সেই রমণীর অসামান্য দয়া, সৌজন্য, ও সদ্ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ না থাকায়, বিশেষতঃ বন-বাসের অসহ্য ক্লেশে মহারাণী জীর্ণশীর্ণ হইয়া বিকটাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নৃপতির আকারও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া-ছিল; একারণ সহসা তাঁহারা কেহ কাহাকে চিনিতে পারিলেন না এবং তখন প্রবল ঝটিকাভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় কেহ কাহারও সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন না। ক্রমে দিবাবসান হইল। রজনী বিশ্বচরাচর অধিকার করিয়া ঘোর তিমিরজালে দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্রমে ভীষণ ঝটিকাপ্রবাহ অন্তর্হিত হইল। প্রকৃতিদেবী পূর্ব্বের ন্যায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভয়ার্ত্ত প্রাণিগণ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল মনে করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইল। তখন রাজা উত্তানপাদ প্রফুল্ল হৃদয়ে আশ্রয়দাত্রীর সহিত আলাপ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আলাপান্তে উভয় উভয়ের

পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রাজা আত্মগ্লানি সূচক মর্ম্মবেদনা ও লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন দুষ্টদমন জগৎপাতা জগদীশ্বর অবিমৃশ্যকারী পাপাচার উত্তানপাদকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্যই ঐ সময়ে শিলাবৃষ্টি সহ ভয়ঙ্কর ঝটিকার উৎপাদন করিয়াছিলেন।

মহারাণী সুনীতি যে পরম পবিত্র পতিসঙ্গ এ জীবনে আর লাভ হইবে না মনে করিয়া বিষম বিরহবেদনায় জীবন্মৃতের ন্যায় কালযাপন করিতেছিলেন, এইক্ষণ তিনি স্বীয় কুটীরে অযাচিত-ভাবে সেই পতি দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অপরিসীম আনন্দ-ভরে ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পতির চরণারবিন্দ পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর তিনি মেঘাচ্ছন্ন যামিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া বন হইতে রসাল ফল মূল সংগ্রহপূর্ব্বক পরিশ্রান্ত প্রাণ প্রিয়তম পতিকে ভোজন করাইলেন এবং অতীব প্রফুল্ল হৃদয়ে কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবা পূর্ব্বক পতি সহবাসে পরম সুখে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে সম্রাট ও রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মধুরালাপে কালযাপন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাজানুচরগণ রাজাকে অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ণ-কুটীর সমীপে উপস্থিত হইয়া নরপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিল এবং রাজপ্রমুখাৎ সৈন্যগণ মহারাণীর বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তদনন্তর রাজা উত্তানপাদ মহারাণী সুনীতিকে বনমধ্যে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত মহামূল্য একটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। মহারাণী সুনীতি যতদূর সম্ভব একদৃষ্টে স্বামীর মোহনমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। নলিনীবান্ধব অস্তমিত হইলে নলিনী যেরূপ বিরহে মলিনবদনা হন, তদ্রূপ রাজা অদৃশ্য হইলে মহারাণী সুনীতি বিষণ্ণবদনে অতি সন্তপ্ত-হৃদয়ে পর্ণকুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া একাগ্রচিত্তে পতিরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে মহারাণী সুনীতি পূর্ণগর্ভা হইয়া যথাসময়ে মহামতি ধ্রুবকে প্রসব করেন। ধ্রুব শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা ধ্রুব মাতৃমুখে পিতৃনাম অবগত হইয়া পিতার চরণদর্শন করিবার জন্য বড়ই সমৎসুক হইলেন। এক দিবস তিনি ঋষিকুমারদিগের সহিত মিলিত হইয়া পিতৃচরণ-দর্শনমানসে রাজধানীতে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া সুনীতি তাহাকে গন্ধ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা বিভূষিত করিয়া রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়টী তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস

এই অঙ্গুরীয়টী রাজার হস্তে প্রদান করিলে তিনি তোমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিবেন, এই বলিয়া মহারাণী ধ্রুবকে বিদায় দিলেন। তখন ধ্রুব প্রফুল্লহৃদয়ে সুকুমার মুনিকুমারদিগের সহিত মিলিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব শ্রীধারণপূর্ব্বক রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন অলোক-রূপলাবণ্যসম্পন্ন চন্দ্রমা কতিপয় উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ সঙ্গে লইয়া কুমুদিনীনিচয়ের প্রীতি সম্পাদনার্থে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথাসময়ে তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। দর্শকবৃন্দ ধ্রুবের অসামান্য রূপমাধুরিমা দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন।

ধ্রুব রাজকুমার, স্বভাবতঃ নির্ভীক, তাহাতে আবার তাঁহার বালকসুলভ চঞ্চলপ্রকৃতি। একারণ সে একেবারে নির্ভয়চিত্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া মাতৃপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়টী রাজহস্তে সমর্পণ করিলেন এবং পিতৃক্রোড়ে আরোহণ করিবার জন্য বারংবার আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা উত্তানপাদ রত্ন সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুরুচি-তনয় উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহমধুর সম্ভাষে নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেছিলেন। রাজা স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী দর্শনে সুনীতির নাম তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল এবং ধ্রুবের মুখশ্রীতে তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য চিহ্ন দর্শন করিয়া তাহাকে তাহার ঔরসজাত পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ইতোমধ্যে ধ্রুব সুনীতির গর্ভজাত পুত্র বলিয়া রাজাধনীতে প্রচার হইয়া পড়িল। রাজা উত্তানপাদ

ধ্রুবের ক্রোড়ে উঠিতে বারংবার আগ্রহাতিশয় দর্শনে, অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে ক্রোড়ে তুলিতে উদ্যত হইলেন পাপমতি সুরুচি দ্বিতলকক্ষ হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া, ক্রোধকম্পিতকলেবরে কর্কশস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! যে ক্রোড়ে আমার গর্ভজাত পুত্র বসিয়াছে, সেই ক্রোড়ে আপনি আমার চিরশত্রু সপত্নীপুত্রকে স্থান দিতে প্রয়াস পাইতেছেন। মহারাজ এই কি আপনার প্রকৃত ভালবাসা, এই কি আপনার প্রকৃত স্নেহমমতা, আপনার ন্যায় বিষকুম্ভপয়োমুখ আর দর্শন করি নাই। ধিক্ আপনার কৃত্রিম প্রেমে, ধিক্ আপনার খলতাময় হৃদয়, এই বলিয়া মহারাণী সুরুচি রোষকষায়িত স্বরে রাজাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেশরীর ভীষণ গর্জ্জনে প্রকাণ্ড মাতঙ্গ যেরূপ ভয়ে জড়ীভূত হইয়া মস্তক অবনত করে, তদ্রূপ রাজা উত্তানপাদও পাপমতি সুরুচির রোষকষায়িত তিরস্কারশ্রবণে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

অনন্তর নির্দ্দয় নিষ্ঠুরা সুরুচি আরক্তলোচনে কটুবাক্যে ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রে নির্লজ্জ! তুই হতভাগিনী পাপীয়সী সুনীতির উদরে জন্মপরিগ্রহ করিয়া রাজক্রোড়ে বসিতে বাসনা করিতেছিস। রে মূর্খ, যে কখন রাজার প্রিয় মহিষী হইতে না পারে, সেই হতভাগিনীর পুত্র কি কখন রাজসিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয়, সে দাসী-পুত্রের ন্যায় তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া পরিগণিত। যদি তুই কোন দিন তপস্যার ফলে আমার উদরে জন্ম-গ্রহণ করিতে পারিস; তবে রাজসিংহাসনে বসিতে সমর্থ হইবি।

সুকুমারমতি ধ্রুব পিতার অনাদর ও বিমাতার তিরস্কারে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া সজলনয়নে মুনিতনয়দিগের সহিত তথা হইতে মাতার নিকট প্রতিগমন করিলেন। যথাসময়ে তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে পিতার অনাদর ও বিমাতার তিরস্কারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া নিরতিশয় দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে মহারাণী সুনীতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আর অনর্থক রোদন করিও না। তোমার অশ্রুপূর্ণ বদন দর্শন করিলে আমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে। অতএব আর ক্রন্দন করিয়া এ অভাগিনীকে যন্ত্রণা দিও না।"

তদনন্তর তিনি ধ্রুবকে শান্ত্বনা করিবার জন্য সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রাণধন! তোমার বিমাতা সত্য কথাই বলিয়াছেন। আমি নিতান্ত হতভাগিনা বলিয়াই তোমার এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত মনস্তাপ। হৃদয়নন্দন! তোমার বিমাতা ও আমি উভয়েই রাজমহিষী। তুমি এবং উত্তম উভয়েই রাজপুত্র। আমরা ভাগ্যদোষে বনবাসী হইয়া বন্য ফলমূল ভোজন করিতেছি, পর্ণকুটীরে পর্ণশয্যায় অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছি, আর তাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ নিয়ত রাজসুখ-সম্ভোগে কালক্ষেপণ করিতেছেন। বৎস, এজগতে সুখদুঃখ কাহারও স্বেচ্ছায়ত্ত নহে। সকলই বিধাতার ইচ্ছায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমাদের প্রতি বিধাতা একান্ত প্রতিকূল বলিয়াই আমরা রাজসুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখার্ণবে ভাসমান

হইতেছি। আর তোমার বিমাতার প্রতি বিধাতা সুপ্রসন্ন বলিয়াই তিনি অপার রাজসুখসম্ভোগে জীবনযাপন করিতেছেন। বিধাতার প্রতিকূলতা এজগতে তিনি ভিন্ন অন্য কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। অতএব বৎস, তজ্জন্য অনর্থক দুঃখপ্রকাশ করা উচিত নহে।”

তখন ধ্রুব মাতাকে বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন “মাতঃ! বিধাতা কে? তাঁহার আকার কিরূপ? তিনি কোথায় অবস্থান করেন, এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যায়, একবার বলিয়া দিন।” তচ্ছ্রবণে মহারাণী সুনীতি পরম আহ্লাদিত হইয়া স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন, ও লয়কর্ত্তা, যিনি নিরাকার ও নির্ব্বিকার, অর্থাৎ যাঁহার চক্ষু নাই অথচ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতে পারেন, যাঁহার কর্ণ নাই অথচ সকল শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতে পারেন, যাঁহার নাসিকা নাই অথচ সমস্ত বস্তুর ঘ্রাণগ্রহণ করিতে পারেন, যাঁহার হস্ত নাই অথচ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, যাঁহার পদ নাই অথচ সমস্ত বিশ্বচরাচর পলকমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, যাঁহার মনোবৃত্তি নাই অথচ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জানিতে পারেন; যিনি জলে, স্থলে, ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, যিনি অনাথের নাথ, শরণাগতের আশ্রয়, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা, দীনের বন্ধু, দয়ার সাগর, ধর্ম্মের রক্ষক, অধর্ম্মের সংহারকর্ত্তা এবং যিনি নিরাকার হইয়াও ভক্তের অভীষ্ট দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের

বাসনা পূর্ণ করেন, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর। তাঁহার বিধাতা প্রভৃতি আরও শত শত পবিত্র নাম আছে। তাঁহারই আদেশে ভগবান্ অংশুমালী প্রত্যহ প্রভাতে গগনমার্গে উদিত হইয়া আলোক বিতরণ পূর্ব্বক জীবগণের অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। তাঁহারই নিদেশে ভগবান্ সুধাংশুমালী নিরূপিত সময়ে নভোমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়া জগতের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় জগৎপ্রাণ সর্ব্বদা মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারই নিয়োগে বসুন্ধরা দেবী প্রভূত শস্য প্রসব করিয়া জীবের আহার যোগাইতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জলধরদল যথাসময়ে অন্তরীক্ষতলে আবির্ভূত হইয়া বারিবর্ষণ পূর্ব্বক ধরিত্রীকে শস্যোৎপাদন বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন এবং জলধিনিচয় বারিপ্রদানে জীবের তৃষ্ণাহুতাশন নিবারণ করিতেছেন। তাঁহারই কটাক্ষে বালুকা পর্ব্বতে, এবং পর্ব্বত বালুকারাশিতে পরিণত হইতেছে। তাঁহারই কৃপায় অতি দীন দরিদ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং তাঁহারই কোপে নিখিল বিশ্বের অধিপতি পথের ভিখারী হইতেছেন। বৎস! তাঁহারই ইচ্ছায় এজগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এ জগতীতলে কাহারও কিছু করিবার শক্তি নাই।"

তখন ধ্রুব বিনয়াবনতবদনে তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, যদি সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর দীনের বন্ধু, দয়ার সাগর, সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বদর্শী হন, তবে তিনি আমাদের

দুঃখ দেখিয়া তাহা মোচন করেন না কেন ?” সুনীতি উত্তর করিলেন “বৎস, তুমি এ জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, তবে তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি, তোমাকে যে ভালবাসে, তুমি যেমন তাহাকে ভালবাস। তোমাকে যে ডাকে, তুমি যেমন তাহার নিকট যাও ; আবার যে কেহ তোমাকে তোমার প্রিয় খাদ্যবস্তু দেখাইয়া আহ্বান করিলে, তুমি যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট ছুটিয়া যাও, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরও সেইরূপ তাঁহাকে যে ভালবাসে, তিনি তাহাকেই ভালবাসেন, তাঁহাকে যে ডাকে, তিনি তাহারই নিকট আসেন ? আবার কেহ তাঁহার প্রিয়বস্তু দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তাঁহারই নিকট তিনি অতিসত্বর আভির্ভূত হন।” তখন ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতঃ! তবে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রিয়বস্তু কি” ? সুনীতি উত্তর করিলেন, “বৎস! ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, ও চিন্তাই সেই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতির অতি প্রিয়বস্তু। অতএব যিনি নিয়ত ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাহাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে পারেন, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি দীনের প্রার্থনায় সহজে কর্ণপাত করেন বলিয়াই তাহার নাম দীনবন্ধু। কিন্তু বৎস! তিনি তাহার অনুগ্রহপ্রার্থীদিগকে অগ্রে বিশেষ কঠোর উপায় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তাহারা তাঁহার প্রতি তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন কিনা।”

মহামতি ধ্রুব মাতৃবাক্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনে মনে

প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ আমি উপাসনা দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অভীষ্ট বর লাভ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অম্লানবদনে সকলপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিব; মনে মনে এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া ধ্রুব মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের দর্শনলাভসম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য কি না আমি একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে আমার বিনীত প্রার্থনা এই, যাহাতে আমি অভীষ্ট ধনলাভ করিতে পারি, তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ করুন।" তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মাতৃ-সন্নিধানে বসিয়া কখন ভগবতচ্চিন্তায় সমর্থ হইবেন না, একারণ তিনি মাতার অজ্ঞাতসারে পর্ণকুটীর পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে কোথায় বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিবেন এই চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে পরমেশ গুণগান করিতে করিতে ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার সৎসঙ্কল্প ও তৎসাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, একাগ্রতা, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বিষয় অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি তুমি অচিরে অভীষ্ট ধনলাভ করিয়া অসীম শক্তি সম্পন্ন হইবে। তদনন্তর তিনি সস্নেহমধুর বাক্যে ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস, অনতিদূরে পরম পবিত্রসলিলা কলুষনাশিনী যমুনা মধুর কল নিনাদে প্রবাহিত হইতেছে। উহার তটে মধুবন নামে বিশাল বিস্তৃত পরম

রমণীয় বন আছে। উহার নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে তাপিত ব্যক্তির শরীর ও মন অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে সিক্ত হইতে থাকে। বৎস, তুমি অগ্রে সেই যমুনার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া মধুবনে প্রবেশ করিবে এবং উহার স্থানবিশেষে উপবেশন করিয়া অতিশয় ভক্তির সহিত কায়মনোবাক্যে একতানে ভগবচ্চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলে তুমি অচিরে সেই কৃপাসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় মোহনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সফলকাম হইতে পারিবে।" এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন মহামতি ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে দুরিতাপহারিণী যমুনার পবিত্র বারিতে স্নান করিয়া মধুবনে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তন্ময়চিত্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কোন দিন অনশনে, কোন দিন ফলমূলভোজনে, কোন দিন বা নীরাশনে জীবনযাপন পূর্ব্বক শুচি ও সংযতচিত্তে ভগবানের উপাসনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই প্রকার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ধ্রুব অনশনাদিজনিত নানাপ্রকার ক্লেশে যতই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন, ততই অধিকতর উদ্যম, অধ্যবসায়, ও উৎসাহের সহিত মনঃসংযোগপূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবানও নানা প্রকার কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া ধ্রুবকে বারংবার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধ্রুব অদম্য উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে সকল পরীক্ষায়

সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। অবশেষে ভক্তবৎসল করুণা-নিধান ভগবান্ ধ্রুবের অভীষ্ট দেবতারূপে আভির্ভূত হইয়া মৃদুমধুরস্বরে তাহাকে বলিলেন, "ধ্রুব! তোমার ক্ষণকালব্যাপী কঠোর তপস্যায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি।" তচ্ছ্রবণে ধ্রুব সমাধিভঙ্গ পূর্ব্বক নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে অতি জ্যোতির্ম্ময় অনুপমরূপলাবণ্যসম্পন্ন এক দিব্যাঙ্গসুন্দর পুরুষ দেখিতে পাইলেন। তখন ধ্রুব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া নিরতিশয় ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণারবিন্দে অভিবাদন করিলেন। ভগবানও স্নেহভরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ধ্রুব, তোমার অপরিসীম উদ্যম, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এযাবৎকাল আমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহই আমাকে তোমার ন্যায় পরিতুষ্ট করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তোমার যে বর ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর।"

প্রভাকরকরস্পর্শে নিষ্প্রভ চন্দ্রমা যেরূপ মনোজ্ঞ জ্যোতির্ম্ময় রূপমাধুরিমা প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ শতশত প্রভাকর স্রষ্টার নিরুপম জ্যোতির্ম্ময় কলেবর সংস্পর্শে ধ্রুব অসীম বলবীর্য্য-সম্পন্ন মনোহর তেজোময় বপুঃ প্রাপ্ত হইলেন। তখন ধ্রুব কৃতাঞ্জলিপুটে আহ্লাদে গদগদবচনে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে অন্তর্যামীন্, এই বিশ্বচরাচরে আপনার অজ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নহে। আপনি আমার মনোগত ভাব জানিয়াও যে প্রশ্ন করিতেছেন, তজ্জন্য বড়ই বিস্মিত হইলাম। সে যাহা হউক, হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো, আমি

এই ধরাধামের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া বিশেষ যশোগৌরবের সহিত প্রজাপালনপূর্ব্বক অন্তিমে আপনার মোক্ষপদ লাভ করিতে পারি, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।” ভগবানও ঈষৎ হাস্যবদনে তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুবও অসীম দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়া মনোহর শ্রীধারণপূর্ব্বক প্রসন্নহৃদয়ে মাতার নিকট গমন করিলেন।

মহারাণী সুনীতি দীর্ঘকাল ধ্রুবের অদর্শনে তাহার দুর্ভাবনায় অস্থিময়কঙ্কালবিশিষ্টা হইয়া জীবন্মৃতার ন্যায় কালযাপন করিতেছিলেন। যথাসময়ে ধ্রুব মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “মাতঃ, আপনার ধ্রুব অভীষ্ট ধন লাভ করিয়া শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছে এবং ভক্তিচন্দন মিশ্রিত অভিবাদন-পুষ্পাঞ্জলি আপনার চরণে প্রদান করিতেছে, গ্রহণ করুন” ডমরুধ্বনি শ্রবণে ব্যাধ-নিপীড়িতা জীর্ণশীর্ণা ফনিণী কিংবা বংশীরবে বাণবিদ্ধা হরিণী যেরূপ নববলে বলবতী হইয়া বাদনকারীর দিকে সবেগে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ ধ্রুবের মধুমাখা মা ধ্বনি শ্রবণে মহারাণী সুনীতির জীর্ণশীর্ণ দেহে নবজীবন ও নববলের সঞ্চার হইল। তখন তিনি আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়া ধ্রুবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস, অন্ধ নয়ন প্রাপ্ত হইলে, অথবা মুমূর্ষু ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে, আমি অদ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তদপেক্ষা শতগুণ সুখ অনুভব করিতেছি। বৎস, তোমার অভাবে আমি এযাবৎ যে কি দুঃসহ যাতনায় কালযাপন করিতেছিলাম, তাহা আমি

বর্ণন করিতে অক্ষম। বোধ হয় নিয়ত প্রচণ্ড অনল পরি-বেষ্টিত স্থানে বাস করিলেও তাদৃশী যাতনা অনুভূত হইত না।”
তচ্ছ্রবণে ধ্রুব কাতরস্বরে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মাতঃ আপনার দুঃখভার মোচন করিবার জন্যই আমি আপনার নয়নান্তরাল হইয়াছিলাম।

“যখন পিতার অনাদর এবং বিমাতৃমুখনিঃসৃত আপনার নিন্দাবাদ আমার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ হইল, তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি আমি আপনার দুঃসহ দুঃখ মোচন করিতে না পারি, তবে এ বৃথা জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। অনন্তর আপনার মুখে ভক্তবৎসল জগদীশ্বরের অপার করুণার বিষয় অবগত হইয়া ভগবচ্চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। মাতঃ, আপনার নিকটে থাকিলে ভগবচ্চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিবে মনে করিয়াই আপনার নয়নান্তরাল হইয়াছিলাম। আপনার আশীর্ব্বাদেই সেই অনন্ত শক্তিমান্ পরম পুরুষের সন্দর্শন লাভ করিয়া ইহজগতে সসাগরা ধরার অধীশ্বরত্বের এবং পরজগতে মোক্ষপদলাভের বর প্রাপ্ত হইয়াছি।”

তচ্ছ্রবণে মহারাণী সুনীতি বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঋষিগণ অনশনে যোগাসনে সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যার ফলে যে পরম পুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না, অল্পমতি ধ্রুব অল্পকালমধ্যে কি প্রকারে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তখন তিনি সন্দিগ্ধমনে ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘“বৎস, সত্য

সত্যই কি তুমি দেবারাধ্য মুনিগণসেবিত পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ?" ধ্রুব সবিনয়বাক্যে উত্তর করিলেন, "মাতঃ আমি ক্রমান্বয় কঠোর তপস্যার ফলে করুণানিধান জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের সন্দর্শন লাভ করিয়া সসাগরা ধরার অধীশ্বর হওয়ার বর প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে আপনি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না।" তচ্ছ্রবণে মহারাণী সুনীতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি আহ্লাদে গদ্গদবচনে ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া নারীজীবনের সার্থকতা লাভ করিলাম। এই বলিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে ধ্রুবের বদনসুধাকর বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রফুল্ল-হৃদয়ে ভগবৎ সম্বন্ধে মধুরালাপে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাজা উত্তানপাদ দেবর্ষি নারদমুখে বিশ্ব স্রষ্টার নিকট ধ্রুবের বরলাভ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইয়া ভয়ে ভীত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তখন তিনি অমাত্য-বর্গও বহুসৈন্য সমাভিব্যহারে মহাসমারোহে বনে গমন পূর্ব্বক ধ্রুব ও তাহার মাতাকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন এবং

শুভদিনে শুভক্ষণে কৌলিক রীতি অনুসারে মহোৎসবে ধ্রুবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

এ জগতে চিরকাল কাহারও সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ দিন রাত্রির ন্যায় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এক্ষণে মহারাণী সুনীতি রাজমাতা হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্রী হইলেন এবং পাপমতি সুরুচি সকল আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া লজ্জা ও অপমানে জীবন্মৃতার ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মহামতি ধ্রুব রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মহারাণী সুনীতি ও সুরুচি উভয়কেই সমভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং পিতাকে মূর্ত্তিমান্ উপাস্য দেবতাজ্ঞানে তাহার আদেশ ও উপদেশানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়েই ধ্রুব অপ্রতিহত দৈবশক্তিপ্রভাবে দেশ দেশান্তর জয় করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইলেন।

একদা সুরুচিতনয় উত্তম পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের নিকট-বর্ত্তী যক্ষদেশে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন যক্ষ-দিগের সহিত তাঁহার তুমুলসংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং সেই যুদ্ধেই তিনি কোন যক্ষকর্ত্তৃক কালগ্রাসে নিপতিত হন।

প্রাণোপম ভ্রাতার নিধন সংবাদ শ্রবণে, প্রবল পরাক্রান্ত ধ্রুব শর নিপীড়িত কেশরীর ন্যায় কিংবা পদদলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় রোষপরবশ হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে যক্ষদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তিনি যক্ষদেশে উপস্থিত হইয়া ভীমবেগে যক্ষদিগকে আক্রমণ করিলেন। প্রখরকরতপর্ণকদে

যেরূপ ক্ষুদ্র নক্ষত্রনিকর একেবারে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ ধ্রুবের অসীম তেজোবীর্য্যপ্রভাবে সহস্র সহস্র যক্ষ সমরানলে বিলয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে যক্ষরাজ কুবের স্বয়ং মহামতি ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে, বসুধাধিপ, আপনি ভগবদনুগ্রহে অসীম তেজোবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া দৈবশক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনার অপ্রতিহত ভুজবলবেগ স্বয়ং সহস্রাক্ষও সহ্য করিতে পারেন কিনা সন্দেহ, ক্ষুদ্র যক্ষগণ তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? হে নরপুঙ্গব, আপনি একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার ভ্রাতা অলঙ্ঘনীয় নিয়তির গতি অনুসারে কোন যক্ষকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত যক্ষকুল নির্ম্মূল করিলেও যখন আপনার ভ্রাতার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন না, তখন যক্ষদিগকে বিনাশ করিলে আপনার কি উপকার সাধিত হইবে? অতএব এক্ষণে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি স্বীয় ঐশগুণপ্রভাবে আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া চিরানুগৃহীত করুন।" মহামনা ধ্রুব যক্ষরাজের এইরূপ কাতরস্তুতিতে সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

ইতোমধ্যে মহারাণী সুরুচি পুত্রের নিধনসংবাদশ্রবণে মণিহারা ফণিনীর ন্যায় উন্মত্তাপ্রায় হইয়া বনে গমন করিলেন। তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সহসা তথায় ভীষণ দাবানল উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে পাপমতি সুরুচি অসহ্য দগ্ধ-যাতনায় মানবলীলা সম্বরণ

করিলেন। সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই দুষ্টদমন জগদীশ্বরের কোপে আত্মসুখাভিলাষী-পরপীড়নকারীদিগের এইরূপে আত্মবিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অনন্তর ধ্রুব দীর্ঘকাল বিশ্বব্যাপী-যশোগৌরবের সহিত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক ভগবৎ কৃপায় বৈকুণ্ঠভবনসদৃশ শোভার ভাণ্ডার ও নিত্য-সুখপূর্ণ ধ্রুবলোকে গমন করিলেন।

তৎপরে সেই মহাপুরুষ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, ঐ দেখ ভগবান্ বিভাবসু কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্প্রভকলেবরে অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দিবাচর নানাবিধ বিহঙ্গনিচয় যামিনীর আগমন শঙ্কায় শূন্যমার্গে হারাবলীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্রুতপক্ষ সঞ্চালনে, কলরবে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। সান্ধ্যপুষ্প কোরক সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া কাননকায় অলঙ্কৃত করিয়াছে। সন্ধ্যাগমের আর অধিক বিলম্ব নাই। এখন রাত্রিচর হিংস্র প্রাণিগণের একাধিপত্যের সময়, অতএব এসময়ে তোমার এখানে থাকা কোনমতে উচিত নহে। তুমি সত্বর অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন কর।" তখন আমি প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে সাধুর চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে স্বস্থান অভিমুখে গমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্ম।

কুরুকুলচূড়ামণি মহামতি ভীষ্ম, কুরুবংশাবতংস রাজা শান্তনুর ঔরসে এবং সুখমোক্ষদায়িনী ত্রিতাপহারিণী গঙ্গাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই গঙ্গাদেবী প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞানুসারে শান্তনুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিতা হন। তদবধি মহারাজ শান্তনু পরম যত্ন ও স্নেহে ভীষ্মকে লালনপালন পূর্ব্বক নানাবিষয়িণী বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে তিনি কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, সমাজনীতি কি অর্থনীতি, শাস্ত্র কি শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়ে সমধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়া শম, দম, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদগুণসমূহে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি জ্ঞানে বৃহস্পতি, সহিষ্ণুতায় বসুমতী, স্থৈর্য্যে নগাধিপতি, গাম্ভীর্য্যে সরিৎপতি, ও শৌর্য্যবীর্য্যে দেবসেনাপতিকেও অতিক্রম করিয়া জিতেন্দ্রিয়তায় কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। মতিমান্ ভীষ্ম এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া নির্ম্মল যশস্করে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অশেষগুণাকর ভুবনমোহন চন্দ্রমাকেও পরাভূত করিয়াছিলেন, কেননা চন্দ্রমায় অনেক কলঙ্কচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভীষ্মচরিত্র অতিশয় নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক

বোধ হয় ভীষ্মের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক মানব-চন্দ্র এজগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

একদা ভীষ্মজনক শান্তনু ধীবররাজকন্যা সত্যবতীর অসামান্য রূপমাধুরিদর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ মানসে ধীবররাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অম্লানবদনে স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলে, ধীবররাজ বিনয়-পূর্ণ মধুরবাক্যে উত্তর করিলেন, "মহারাজ, নির্ম্মল চন্দ্রবংশ-সম্ভূত ভবাদৃশ গুণজ্ঞানসম্পন্ন রাজাধিরাজকে কন্যা প্রদান করা পবিত্র উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণও পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার পক্ষে ইহা যে কি অপরিসীম আনন্দ ও গৌরবের বিষয় তাহা আমি অবধারণা করিতেও অসমর্থ। তথাপি মহারাজ, ন্যায়বিচার অনুসারে আমি আপনাকে কন্যারত্ন প্রদান করিতে পারি না। কারণ আপনি ইতঃপূর্ব্বে সুধাকরবিনিন্দিতা, অসীমশক্তিসম্পন্না গঙ্গা-দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভসম্ভূত অলৌকিক তেজোবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম নির্ম্মল যশঃকিরণে মূর্ত্তিমান নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় কুরুকুলে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার অখণ্ড দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সুরাসুর যক্ষরক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত, তাঁহার অপ্রতিহতভুজবলবেগ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও ধারণ করিতে অসমর্থ। মহারাজ, এইরূপ অলৌকিক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাশক্তিশালী সপত্নীপুত্র বিদ্যমান্ থাকায়, আমার কন্যা কি তদীয় পুত্রগণ কখনও রাজসুখসম্ভোগের অধিকারী হইতে পারিবে না, বরং তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিষম

ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় আপনার নিকট কন্যা অর্পণ করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।” কুরুরাজ দাসরাজের এই অপ্রীতিকর উত্তর শ্রবণে বিফলমনোরথ হইয়া একান্ত ভগ্নহৃদয়ে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন, এবং তদবধি তিনি নিয়ত ক্ষোভানলে দগ্ধ হইয়া দিন দিন কৃষ্ণপক্ষীয় সুধাকরের ন্যায় ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিলেন।

একদা পরম পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার এই অশান্তি ও ক্ষোভের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া অতি দ্রুতগামী যান আরোহণে সত্বর ধীবররাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সবিনয় মধুরবচনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে দাস-রাজ, আমার জনককে আপনার কন্যা প্রদান সম্বন্ধে আপনি যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু ধীবররাজ, আমি ঐ ত্রিভুবনসাক্ষী ভগবান্ অংশুমালী ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ সুধাংশু-মালীকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমি অদ্য হইতে এ জীবনে রাজ্যসুখসম্ভোগলালসা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম এবং কখনও দার পরিগ্রহ করিয়া আপনার কন্যা-সম্ভূত পুত্রগণের সুখসম্ভোগের পথে কণ্টক রোপণ করিব না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যদি বিষধরের মুখ হইতে সুধা উদ্গীর্ণ হয়, কিংবা খর-প্রভাকর সুধাকর প্রাপ্ত হন, তথাপি ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা কখনও অন্যথা হইবার নহে।”

দাসরাজ ভীষ্মমুখে এইরূপ অমানুষিকস্বার্থত্যাগের কথা শ্রবণে বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে

লাগিলেন। তদনন্তর তিনি মৃদুমধুরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ইন্দ্রিয়বিজয়, আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত্রিজগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।" ধন্য আপনার স্বার্থত্যাগ, ধন্য আপনার জিতেন্দ্রিয়তা ও পিতৃ-ভক্তিপরায়ণতা।" অনন্তর ভীষ্ম মধুরবাক্যে দাসরাজকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাসরাজ, এক্ষণে আমার পিতাকে কন্যাদানবিষয়ে আপনার অন্য কোন আপত্তি আছে কি?" দাসরাজ, হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে আহ্লাদে গদগদ-বচনে উত্তর করিলেন, "হে দেবতাত্মন! আমার কন্যা আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণ-জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্ববিজয়ী পুত্রের মাতা হইবেন, ইহা অপেক্ষা আমার আর পরম সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে।" তখন ভীষ্ম প্রার্থনা করিলেন, "দাসরাজ, তবে অবিলম্বে মাতৃদেবীকে প্রদান করিয়া বাধিত করুন।"

তখন ধীবররাজ তাহার সেই বিদ্যাধরীবিনিন্দিতা দিব্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যাকে বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিত করিয়া ভীষ্ম হস্তে অর্পণ করিলেন। ভীষ্মও মাতৃদেবীকে যথোচিত সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যহারে লইয়া পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন।

যথাসময়ে তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার করকমলে দাসরাজ কন্যাকে অর্পণ করিলেন এবং বিনয়াবনত বদনে মৃদুমন্দ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ, আপনা হইতে এই দেহ, মন ও প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনারই যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালিত ও

বর্দ্ধিত হইয়া জগতের যাবতীয় সুখ ভোগ করিতেছি, পিতাই মানবের মূর্ত্তিমান উপাস্য দেবতা। পিতৃপদ সেবাই পুত্র জীবনের সার কর্ম্ম। পিতার মনস্তুষ্টি ও পিতৃ আজ্ঞা পালন করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব পিতঃ, আপনার প্রীতি সম্পাদনের জন্য রাজ্যসুখসম্ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ বিষয়। আপনার চিত্তবিনোদনের জন্য অনলে কিংবা সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জনেও কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত নহি।"

কুরুরাজ শান্তনু ভীষ্মের এই লোকাতীত স্বার্থ-ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়তা, ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে তাহার ভূয়সী প্রশংসা পূর্ব্বক তাহাকে ইচ্ছা মৃত্যু বর প্রদান করিলেন।

তদনন্তর ভীষ্ম প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এই স্তুতিবাক্য পাঠ করিতে করিতে পিতাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে অভিবাদন করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া পরম পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তখন হইতে সর্ব্বত্র লোকমুখে ভীষ্মের গুণগরিমা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

রাজা শান্তনু তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতা হৃদয়বনবিহারিণী পরমাসুন্দরী পত্নী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসরোবরে অবগাহন করিতে লাগিলেন, এবং শুভদিনে শুভক্ষণে কৌলিক রীত্যনুসারে সত্য-

বতীর পাণি গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল দাম্পত্যসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সত্যবতী অনঙ্গাঙ্গবিনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। রাজাধিরাজ শান্তনু কুমারসুকুমার নবকুমার দ্বয়ের বদন সুধাকর দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল পুত্রোৎসব জনিত বিমল সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বেই তিনি কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিতৃবিয়োগ পুত্রের পক্ষে বিষম অশান্তি ও অশেষ যন্ত্রণাপ্রদ হইলেও অলঙ্ঘনীয় শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া শরীর ও মনকে ক্লিষ্ট করা উচিত নহে, এই বিবেচনায় মহামতি ভীষ্ম পিতৃবিচ্ছেদে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না। তিনি অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যকে সহোদরসম জ্ঞান করিয়া পরম যত্নে ও স্নেহে তাহাদিগকে লালনপালন পূর্ব্বক নানা বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং রাজসুখসম্ভোগে একবারে বীতস্পৃহ হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন করিয়া আত্ম নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন, নারীদিগকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া সতত তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পরের মহামূল্য দ্রব্যও লোষ্ট্রতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে সকল হিতকর কার্য্য দ্বারা প্রজাপুঞ্জের উত্তরোত্তর সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহা অবিলম্বে সযত্নে রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত

করিতে লাগিলেন। গুপ্তচর দ্বারা প্রজাগণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় অবগত হইয়া তাহা পূরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে চিত্রাঙ্গদ বয়োবৃদ্ধি সহকারে শাস্ত্র কি শস্ত্র বিদ্যায় এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, যে পরম পণ্ডিতকুলও তাঁহার সহিত শাস্ত্র চর্চ্চায় ভয়ে আকুল হইতেন, সমরকুশলতায় অমরগণও ত্রাসিত হইতেন। একদা চিত্রাঙ্গদ দ্রুতগামী রথারোহণে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীম আক্রমণে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি বাতাভিহত তুলারাশির ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন চিত্রাঙ্গদের ভুজবলগরিমা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। বিজয়-প্রদীপ্ত চিত্রাঙ্গদ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ই তুল্য বলবিক্রমশালী যোদ্ধা, সুতরাং উভয়ই তুল্য বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের সদর্পপদভরে মেদিনী বিচলিত, অশনিবৎ অস্ত্র নির্ঘোষে দশদিক বিকম্পিত এবং ভয়ঙ্কর সিংহনাদে প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত হইল। দীর্ঘকাল-ব্যাপি ভীষণ সংগ্রামেও কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে চিত্রাঙ্গদ ক্রমে হীনবল হওয়ায়, কুরুক্ষেত্রে তিনি চিত্ররথ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কুরুকুল-পতন-কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল পতনের এই প্রথম সূত্রপাত হইল।

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুসংবাদে হস্তিনানগরী শোকসাগরে নিমগ্না

নিমগ্না হইল। মহারাণী সত্যবতী পুত্রশোকানলে দগ্ধীভূত হইয়া সর্ব্বদা হাহাকার করিতে লাগিলেন ; জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্মও কুমারোপম রূপ-গুণ-সম্পন্ন ভ্রাতৃ নিধন সংবাদে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ বিচলিত হইলেন না। তিনি জ্ঞানপ্রভাবে শোকসন্তাপ বিদূরিত করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং স্বহস্তে পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করিলে দেবাত্মা ভীষ্ম তাঁহার বিবাহের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তখন কাশীরাজ তাঁহার তনয়াদিগের শুভ পরিণয়ের জন্য স্বয়ম্বরসভা আহ্বান করিলেন। নানা দেশস্থ নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও বীরাগ্রগণ্য ব্যক্তিনিচয় নিরূপিত দিবসে স্ত্রীরত্ন লাভলালসায় সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর ভীষ্মও সেই সভায় গমন করিলেন। তিনি স্বয়ম্বরস্থলে কাশীরাজ-তনয়াগণের অলোক-সামান্য রূপরাশি দর্শনে বিমোহিত হইয়া কাশীরাজকে যথোচিত সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নরাধিপ, মদানুজ বিচিত্রবীর্য্যের সহিত আপনার বিদ্যুন্নিভ পরমা সুন্দরী দুহিতাদিগের উদ্বাহবন্ধন আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। এবিষয়ে মহাত্মার অভিপ্রায় কি ?" কাশীরাজ অম্লানবদনে তদীয় প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে ভীষ্ম হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে কন্যাগণসহ রথারোহণে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তদ্দর্শনে শাল্ব প্রভৃতি সমাগত রাজন্যবর্গ নিতান্ত অবমাননা বোধে ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষ্মের সহিত মহাসমরে

প্রবৃত্ত হইলেন। অসংখ্য নরপতি সমবেত হইয়া এককালে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় ভীষ্মের উপর অজস্র অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের অজেয় কার্ম্মুকের অব্যর্থ সন্ধানে কেহই রণস্থলে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বা নিহত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত, কেহ কেহ বা আহত হইয়া বাতাভিহত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে দূরে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষ্ম ভীমপরাক্রমে করিবিদলন হরির ন্যায় অরিকুল সংহার করিয়া বিজয়গৌরবে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর বিচিত্রবীর্য্যের শুভ পরিণয়ের শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থিরীকৃত হইল। নিরূপিত দিবসে যথাসময়ে বিবাহমণ্ডপে বিবাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার আনীত হইল। অসংখ্য দর্শকমণ্ডলীতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইল। বিবিধ বাদ্যোদ্যমে রাজভবন আমোদিত হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না ললনারা দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া মুহূর্মুহু হুলুধ্বনি পূর্ব্বক মঙ্গলকীর্ত্তনে প্রবৃত্তা হইলেন। এমন সময়ে বিচিত্রবীর্য্য ও কাশীরাজতনয়াগণ বিবাহোচিত নববেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া বিবাহমণ্ডপে আগমন পূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠতনয়া অম্বা সজলনয়নে কাতরস্বরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে কুরুকুলচূড়ামণে, আমি স্বয়ম্বরসভায় রাজাধিরাজ শাল্বকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। সুতরাং ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে মহারাজ শাল্বই আমার হৃদয়মন্দিরের একমাত্র অধিষ্ঠিত পতিদেবতা। এক্ষণে করপুটে

আমার নিবেদন এই যাহাতে আমি নারীজাতির প্রধান ভূষণ অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে পারি, নিজগুণে তাহার উপায়-বিধান করুন।” তচ্ছ্রবণে জ্ঞানবৃদ্ধ গাঙ্গেয় সস্নেহমধুরভাষে অম্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে, আপনার মুখনিঃসৃত এবম্বিধ অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণে যে অনির্ব্বচনীয় বিমল সুখে সুখী হইলাম, বোধ হয় ত্রিজগতে অপর কোন পদার্থ আছে কি না তাহাতে ভীষ্মের মনে সেইরূপ হর্ষনীর বর্ষণ করিতে পারে। মাতঃ, আপনি ভীতা হইবে না। আপনাকে আপনার সেই হৃদয়-প্রতিষ্ঠিত পতিদেবতার করেই সমর্পণ করিতেছি।” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কতিপয় বিশ্বস্ত পরিচারকসহ অম্বাকে শাল্বরাজসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। সভাসদ্গণ ভীষ্মের এই ন্যায়পরতা, উদারতা, ও মহানুভবতা দর্শন করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই কন্যা সহিত মহাসমারোহে বিচিত্রবীর্য্যের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। মণিকাঞ্চন সংযোগে যেরূপ অভিনব শোভার উদ্ভব হয়, তদ্রূপ নবদম্পতিগণের পবিত্র সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব শ্রীর আবির্ভাব হইল। মহারাণী সত্যবতী পরম সুন্দরী নববধূদিগকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতা হইলেন, এবং নিত্য নিত্য নূতন উৎসবে তাহাদের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য নববধূগণসহ প্রণয়গর্ভ মধুরালাপে ও নির্ম্মল দাম্পত্য-সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল সেই বিমল সুখসম্ভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না।

তিনি আত্মসংযম অভাবে অপরিমিত ইন্দ্রিয়পরিচালনজনিত ক্ষয়কাসরোগে অকালে মৃত্যুর করালকবলে নিপতিত হইলেন।

তখন হস্তিনায় বিষম শোকপ্রবাহ প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিচিত্রবীর্য্যের শোকে অধীর হইয়া অশেষ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে নিয়ত শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা মহারাণী সত্যবতী মুহুর্মুহু পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়া এবং কুরুরাজবংশ একেবারে অস্তমিত দেখিয়া জীবন্মৃতার ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানপ্রবীণ ভীষ্মও ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অসহ্য যাতনায় ও কুরুবংশ তরু একেবারে ছিন্নমূল হওয়ায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া নিয়ত বিষন্নহৃদয়ে কালযাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সুনিয়মে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সুশাসনে প্রজাবৃন্দ তাহাদের সুখসমৃদ্ধির পরিসীমা নাই দেখিয়া মহোল্লাসে ভীষ্মের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কেহ বলিলেন আমরা মহামতি ভীষ্মের সুশাসনে যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছি, বোধ হয় আর কোন কালে কোন নরপতির শাসনে প্রকৃতিপুঞ্জ এজগতে সেইরূপ সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। আহা কি সুখময় রাজ্য। আমাদের রাজ্যে দুর্ভিক্ষের হাহাকার নাই। দারিদ্র্যের আধিপত্য নাই। দুঃখের অস্তিত্ব নাই। সুখের পরিসীমা নাই। অকালমৃত্যুর প্রবলতা নাই। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব নাই। চৌর্য্যের নাম পর্য্যন্তও লোপ পাইয়াছে। হিংসা যেন অহিংসার ভয়ে একবাঁরে এ রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়াছে।

সর্ব্বত্রই সত্য, ন্যায়পরতা ও চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। আর একজন জ্ঞানবৃদ্ধ বলিলেন কেবল এজগতে নহে, স্বর্গের দেবতারাও কখন দেবরাজের শাসনে এইরূপ বিমল সুখভোগ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভীষ্মের ন্যায় সুখসম্ভোগলালসাপরিশূন্য, নিঃস্বার্থ, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ দ্বারা এপর্য্যন্ত স্বর্গ কি পাতালও কখন শাসিত হয় নাই। নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ যেরূপ নিজের ন্যায় প্রজার মঙ্গলকামনা করিয়া প্রজার সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধির জন্য সতত যত্নবান্ থাকেন, ভোগ-বিলাসপ্রিয়, স্বার্থপরায়ণ, অর্থলোভী নৃপতিগণ তদ্রূপ আত্মসুখ-বৃদ্ধির জন্য নিয়ত প্রজাপীড়নে রত থাকেন, সুতরাং স্বর্গবাসীর পক্ষেও আমাদের ন্যায় বিমল সুখসম্ভোগ ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। আর একজন জ্ঞানপ্রবীণ বলিলেন আহা আমাদের বংশধর-গণেরই বা কি সৌভাগ্য যে, অজেয় মহামতি ভীষ্ম আবার পুণ্যবলে মৃত্যুকেও স্বেচ্ছায়ত্ত করিয়াছেন। বিশেষতঃ কুরুবংশ একেবারে নির্ম্মূল। সুতরাং আমাদের বংশধরগণ পরম্পর চিরকাল তাঁহার সুশাসনে আমাদের ন্যায় অপার সুখসম্ভোগে কালযাপন করিবে। তাহাতে আর একজন বলিলেন মহাশয় তাহা বলা যায় না। মহামতি ভীষ্ম যেরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া-কাণ্ড দ্বারা ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই পাপপূর্ণ দুঃখময় সংসারে থাকিবেন কেন, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া দেবারাধ্য নিত্যসুখপূর্ণ মোক্ষধামে গমন-পূর্ব্বক পরমানন্দে কালযাপন করিবেন। প্রকৃতিপুঞ্জ মহোল্লাসে উচ্চরবে ভীষ্মের এইরূপে গুণগরিমা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে যথাসময়ে কাশীরাজ-নন্দিনী অম্বা শাল্বরাজ সমীপে উপনীতা হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদুমধুর স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে নরপতে, আমি স্বয়ম্বর স্থলে আপনার পরম রমণীয় শান্তমূর্ত্তি সন্দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া হৃদয়মন্দিরে আপনাকে পরমারাধ্য পতিদেবতারূপে স্থাপন করিয়াছি এবং তদবধি অনন্যমনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিয়ত ঐ মোহন-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে এ হতভাগিনীর করপুটে সবিনয় নিবেদন এই, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসীকে আপনার চরণকমলে স্থান প্রদান করুন।" তচ্ছ্রবণে শাল্ব বিরষবদনে উত্তর করিলেন, "সুন্দরি, তুমি ইতঃপূর্ব্বে বীর্য্যশুল্কানুসারে ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরীগৃহীত হইয়াছ। সুতরাং তোমাকে গ্রহণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অতএব তুমি সত্বর এখান হইতে স্থানান্তরে গমন কর।"

অম্বা শাল্বরাজের এবম্বিধ মর্ম্মবেদী বাক্য শ্রবণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন। অতি বিষাদে সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় তাহার সুবর্ণবর্ণ বিবর্ণ হইল। শরীর মহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। অন্তর্বাষ্পভরে কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্পন্দহীন স্থির নেত্রযুগল হইতে দরবিগলিত ধারায় শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অনিবার্য্য-শোকাবেগে যেন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বজ্রাহত পথিকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি একটু শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে

কৃতাঞ্জলিপুটে অতিক্ষীণস্বরে শাল্বকে আবার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি স্বয়ম্বর সভায় অগ্রে যে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তাহা জ্ঞানপ্রবীণ ভীষ্ম একেবারে জানিতেন-না। তিনি জানিলে কখনও আমাকে আনয়ন করিতেন না। কারণ ভীষ্ম যেরূপ বিজেতিন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও ধর্ম্মপ্রবীণ, তাহাতে আবার তিনি এজীবনে নারী-অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব হে মহীপাল, আপনি এবম্বিধ মহাপুরুষের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া আমাকে চিরকলঙ্কিনী ও অনাথা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি এই সকল পরিচিন্তন করিয়া আমার বিশুদ্ধ চরিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়িতচিত্ত হইতে পারেন। কখনও সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইয়া আমাকে অনাথা করিবেন না।" মহারাজ শাল্ব কাশীরাজ তনয়ার এই ন্যায়সঙ্গত কাতর স্তুতিতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তখন অম্বা নিরতিশয় ক্ষোভানলে দগ্ধ হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থলে প্লাবিত করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তিনি অসহ্য শোকাবেগবশতঃ শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কখন অদৃষ্টকে, কখন পিতাকে, কখনও শাল্বরাজকে, কখনও বা ভীষ্মকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি নগর অতিক্রম করিয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে, সম্মুখে এক তাপসাশ্রম দেখিতে পাইলেন এবং সন্ধ্যাসমাগতা দেখিয়া দ্রুতগমনে সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রম

বাসী-তাঁপসনিচয় তাহাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তোমার এইরূপ কি বিপৎপাত সঙ্ঘটিত হইয়াছে যে, তজ্জন্য তুমি রোদন করিতেছ।" তখন অম্বা সজলনয়নে তাহার দুঃখ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাপসগণের নিকট বর্ণন করিলেন।

তচ্ছ্রবণে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বী অম্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসে, নারীজাতির সম্পদে পতি এবং বিপদে পিতাই একমাত্র আশ্রয়স্থল; অতএব তুমি যখন স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছ তখন তোমার পিতার আশ্রয়ে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য।" তচ্ছ্রবণে অম্বা সজলনয়নে বলিলেন, "মহর্ষে, পিত্রালয়ে আমাকে নানা কারণে বিষম ক্ষোভানলে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে হইবে, একারণ আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা পরম-পবিত্রভাবে জীবন যাপন করাই আমার পক্ষে পরম সুখজনক বলিয়া মনে করি; অতএব আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অনুমতি হয়।" মহর্ষি উত্তর করিলেন বৎসে, সন্ন্যাস অতি কঠিনধর্ম্ম; উহার কঠোর নিয়মসমূহ পালন করা তোমার ন্যায় কমলদলবিনিন্দিতা কোমলাঙ্গীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৎসে, তুমি সর্ব্বদা রাজসুখসম্ভোগে প্রতিপালিতা হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ, দুঃখের ভীষণমূর্ত্তি কখনও দর্শন কর নাই; অতএব তুমি কখনও সন্ন্যাসধর্ম্মের ক্লেশসমূহ সহ্য করিতে পারিবে না। এই বলিয়া মহর্ষি কহিলেন বৎসে, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এক্ষণে কথঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পর্ণ কুটীরে নিদ্রার

সুখময় ক্রোড়ে যামিনী যাপন কর। তদনন্তর মহর্ষিগণ বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর অম্বা ভীষ্মকে তাহার চির দুঃখের মূলীভূত কারণ স্থির করিয়া তাহার উপর জাতক্রোধ হইলেন এবং তাঁহার নিধোনোপায় চিন্তা করিতে করিতে রাজর্ষি হোত্র বাহনের উপদেশানুসারে মহাবীর পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইলেন, ভৃগুনন্দন তাহাকে দেখিবামাত্র স্নেহপূর্ণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎসে, আমার নিকট তোমার কি প্রার্থয়িতব্য আছে? শীঘ্র জ্ঞাপন কর।" তখন অম্বা বাস্পাকুল-লোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন "হে তাপস পুঙ্গব, আমি অতি নিরাশ্রয়া ও বিপন্না হইয়া আপনার চরণে শরণ লইতে মনন করিয়াছি; যদি আপনি এ হতভাগিনীকে আশ্রয় প্রদানে মনোভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে এ হতভাগিনী নিজের দুঃখ-কাহিনী আপনাকে জ্ঞাপন করিতে প্রস্তুত আছে।" ভার্গব ধীরগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "বৎসে, বিপন্নকে উদ্ধার ও শরণাগতকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে যাহারা পরাঙ্মুখ হন, বাস্তবিক তাঁহারা মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন।"

কাশীরাজতনয়া ভৃগুনন্দনের এই পৌরুষ বাণী শ্রবণে আশ্বস্তা হইয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত দুঃখ কাহিনী বর্ণন করিয়া কহিলেন "ভার্গব, ভীষ্মই আমার সুখবসন্তের নিদাঘ স্বরূপ, শান্তিবারির প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড স্বরূপ; অতএব

যতক্ষণ আমি ভীষ্মকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত না দেখিব, ততক্ষণ আমার ক্ষোভানল নির্ব্বাপিত হইবার নহে। ভার্গব, শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তাহার মনস্তুষ্টি করাই যদি মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম হয়, তবে আপনি শীঘ্র ভীষ্মের নিধন সাধনে প্রবৃত্ত হউন।" জামদগ্ন্য অম্বামুখ-নিঃসৃত এবম্বিধ তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন "বৎসে, যদি ভীষ্ম তাঁহার কৃত দোষ স্বীকার পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্নবান্ না হন, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্ন করিব।"

অনন্তর ভার্গব সশিষ্য মহর্ষিগণ ও অম্বাকে সমভিব্যহারে লইয়া কুরুক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সরস্বতী নদীর তীরে বাসস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহামতি ভীষ্মকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া ভীষ্মকে ভার্গবের আগমন বার্ত্তা অবগত করাইল। মহারথ ভীষ্ম দূতমুখে ভৃগুনন্দনের আগমন বার্ত্তা ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে অমাত্যগণসহ মনোহর রথারোহণে কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তিনি ভার্গব সমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে অভিবাদন করিলেন এবং মৃদু মধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন "ভগবন, আপনার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবধি আমার সর্ব্বশরীর পীযূষরসে আপ্লুত হইতেছে; চিত্তচকোর আপনার বদন-সুধাকর-নিঃসৃত বচনসুধা পানের জন্য উন্মত্ত

হইয়াছে, এই বলিয়া তিনি সবিনয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেব, কি নিমিত্ত এ দাসকে স্মরণ করিয়াছেন, শীঘ্র জ্ঞাপন করিয়া অধমের উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন।"

তখন ভৃগুনন্দনও ভীষ্মকে যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেবব্রত, তুমি ঐ রূপলাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা কাশীরাজতনয়া অম্বাকে স্বয়ম্বরস্থল হইতে আনয়ন করিয়াছিলে, একারণ মহারাজ শাল্ব তাহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিরাশ্রয়া হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি অম্বাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া তাহার সদুপায় বিধান কর।" তচ্ছ্রবণে ভীষ্ম বিনয়পূর্ণ মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন "ভগবন্ কাশীরাজনন্দিনী যখন শাল্বকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য আমি তাহাকে প্রত্যাহার করিয়াছি, তখন আমা দ্বারা তাহার কি উপায় সাধিত হইতে পারে।"

ভার্গব। "তুমি বীর্য্য শুল্কানুসারে যখন তাহাকে পরিগ্রহ করিয়াছ, এবং তন্নিবন্ধন মহারাজ শাল্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; একারণ তাহাকে তোমার গ্রহণ করিয়া তাহার সদুপায় বিধান করা আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"

ভীষ্ম। "আমি বিবেকানুসারে কখনই এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না।" ভার্গব, ক্রোধপরবশ হইয়া বলিলেন "রে নির্লজ্জ, কালত্রয়দর্শী জামদগ্ন্য যে বিষয়

ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে তুই তাহা অন্যায় মনে করিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অসার ও অর্ব্বাচীন বলিয়া উপহাস করিতেছিস্। আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, আমি ন্যায় অন্যায় কিছুই অবধারণা করিতে সমর্থ নহি। সে যাহা হউক, তোমাকে অম্বার সতুপায় করিতেই হইবে।"

ভীষ্ম। গুরুদেব, ভীষ্ম কখনও তাহার বাক্যের অন্যথাচরণ করে না। সুতরাং আমি জীবন থাকিতে কখনও তাহা পারিব না। জামদগ্ন্য ভীষ্মকে তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি অতিশয় রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "রে দুর্বিবনীত, যে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক, মহাবীর জামদগ্ন্যকে দর্শন করিলে, দেবরাজ পুরন্দর, যক্ষরাজ কুবের, জলাধিরাজ বরুণও সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে; তুই সামান্য ক্ষত্রিয়শিশু হইয়া কোন্ সাহসে তাঁহার মুখে মুখে উত্তর দিতে সাহসী হইতেছিস্। যদি তুই অবিলম্বে আমার অভিপ্রায় সম্পাদন না করিস্, তবে এই খরধার কুঠারে তোকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।" ভীষ্ম সবিনয় বাক্যে উত্তর করিলেন "ভগবন্, ভীষ্ম ভয় প্রদর্শনে ভীত বা অনুকম্পায় অনুগৃহীত হইয়া এজগতে কখনও কোন কার্য্য করে না, ইহাই তাহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা। অতএব মহর্ষে, আপনি ব্রাহ্মণ স্বভাবসুলভ ক্রোধের বশীভূত হইয়া যতই কেন রোষ প্রকাশ করুন না, যতই কেন গর্ব্ব আস্ফালন করুন না, যতই কেন ভয়প্রদর্শন করুন না, তাহাতে ভীষ্ম ভীত বা বিচলিত হইবার পাত্র নহে।"

তচ্ছ্রবণে জামদগ্ন্য ক্রোধকম্পিত কলেবরে, রোষকষায়িত-

স্বরে বলিলেন, “রে দুর্ব্বৃত্ত, তুই আমাকে তৃণের ন্যায় লঘু মনে করিয়া অবহেলা করিতেছিস্।” ভীষ্ম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন “গুরুদেব, আপনি উচ্চবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শিক্ষাগুরু, আমি নীচবর্ণসম্ভূত ক্ষত্রিয়, আপনার শিষ্য, সুতরাং আপনার সহিত আমার কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা সম্ভবে না।” তচ্ছ্রবণে পরশুরাম ক্রোধে রক্তাক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন, “রে মূর্খ, যে জামদগ্ন্য নিজ ভুজবলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংশ করিয়াছে, যাহার খরধার কুঠার সহস্রভুজসম্পন্ন অমিততেজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শোণিত পানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সেই বীরশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্য কেবল জাতিতেই পূজ্য, আর কিছুতেই নহে।” ভীষ্ম পরশুরামের এবম্বিধ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “ভার্গব, আপনি যখন একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন, তখন, ভীষ্ম এজগতে জন্ম পরিগ্রহ করে নাই।” তচ্ছ্রবণে পরশুরাম বলিলেন “রে অবোধ, তুই নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ ক্ষত্রিয়কুলকৃতান্ত পরশুরামের ক্রোধাগ্নিতে শলভের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। এখনও আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়া শমনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ কর।” ভীষ্ম বলিলেন, “ভগবন, ভীষ্ম এরূপ হীনবীর্য্য বা কাপুরুষ নহে যে, সে এজগতে ন্যায়সঙ্গত কার্য্যে কাহারও নিকট জীবনভিক্ষা প্রার্থনা করিবে।” পরশুরাম বলিলেন, “রে দুর্ব্বৃত্ত

আমি তোকে এপর্য্যন্ত প্রিয়শিষ্য বলিয়া ক্ষমা করিয়াছিলাম; আর তোর বাক্যানল সহ্য করিতে পারি না। এখনই তোকে অবাধ্যতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। অতএব আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।" তচ্ছ্রবণে ভীষ্ম অতি বিনীতভাবে ভার্গবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভার্গব, এক্ষেত্রে আমাদের বাহুবল পরীক্ষায় কাহারও যশ, প্রতিপত্তি-লাভ কি কোনও উপকার সাধিত হইবে না। বরং উভয়েরই বিষম ক্ষোভের কারণ হইবে—আপনি আমাকে পরাজয় বা নিহত করিতে পারিলে আপনার কোন পুরুষকার সাধিত হইবে না বরং পুত্র-বিচ্ছেদবৎ অশেষ যন্ত্রণা ও মনস্তাপে তাপিত হইবেন; আর আমি আপনাকে পরাজয় করিতে পারিলে, গুরুর অবমাননা জনিত বিষম ক্ষোভানলে আমাকে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে হইবে। অতএব এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াই উভয়ের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" তাহা শুনিয়া ভার্গব জলদ-গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "রে রণভীরো, এখন বুঝি পরশু-রামের প্রচণ্ড মূর্ত্তি দর্শনে ও পূর্ব্বকাহিনী স্মরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "গুরুদেব, আমি রণভীরু নহি; আমি ধর্ম্মভীরু। গুরুর অবমাননা কি গুরু হত্যা করা মহাপাপ বলিয়া আমি আপনার সহিত সমরেচ্ছু ছিলাম না। কিন্তু, আপনি যখন আমাকে ক্ষত্রিয়াধম রণভীরু বলিয়া অব-মানিত করিলেন, এবং গুরুর কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন তখন আপনি নিশ্চয় জানিবেন ভাবী সমরে বিশেষ

কোন কারণ সংঘটিত না হইলে, হয় ভীষ্ম না হয় পরশুরাম একজন এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে। অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন। আমিও সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসি।” এই বলিয়া ভীষ্ম দ্রুত রথ সঞ্চালনে হস্তিনাভিমুখে গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট রথ, সারথি, শর ও শরাসনে পরিশোভিত হইয়া সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তখন দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবর্ষি ও মহর্ষি প্রভৃতি এই বীরাগ্রগণ্য বীরকেশরীদ্বয়ের অদ্ভুত রণকৌশল দর্শন করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া অবশ্যম্ভাবী সমর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে ভীষ্ম পরশুরামের সম্মুখীন হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন “ভগবন, জয়োঽস্তু বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার আশীর্ব্বাদ ব্যতিরেকে আমার জয়ের আশা নাই।” পরশুরাম বলিলেন “আমি তোমাকে সমরে নিধন করিব।” অনন্তর উভয়ে মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয়েই উভয়কে লক্ষ্য করিয়া শেল, শূল, ভিন্দিপাল, তোমর ও নানাপ্রকার নিশিতশরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রতিরোধক অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তথাপি কখনও ভীষ্ম জামদগ্ন্যের শর প্রতি-রোধ করিতে না পারিয়া শরাঘাতে আহত ও মূর্চ্ছিত

হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন আবার চৈতন্য লাভ করিয়া নব শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও বা জামদগ্ন্য ভীষ্মের অব্যর্থ শরে নিপীড়িত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ধরাতলে পতিত হইলেন আবার পরক্ষণেই চেতনা লাভ করিয়া নূতন কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক ভীমবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের অসংখ্য শরজালে গগন মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। ভীষণ অস্ত্র নির্ঘোষে অন্তরীক্ষতল ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। অগ্নিশিখাসম বিশিখসমূহ স্থানচ্যুত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহাদের সদর্প পদভরে ধরাতল যেন রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে সাধারণ দর্শকবৃন্দ প্রলয় ভাবিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন। সমরকুশল ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের অসাধারণ সমর-কৌশল দর্শন করিয়া বিস্ময়াকুল চিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এইরূপ ক্রমশঃই ভীষণ হইতে ভীষণতরবেগে ত্রয়োবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত মহাসমর চলিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না। চতুর্বিংশতি দিবস প্রত্যূষে উভয় বীরপুরুষই পূর্ণোদ্যমে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই উভয়কে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কখনও ভীষ্ম জামদগ্ন্যের কার্ম্মুক জ্যা কর্ত্তন করিলেন; পলক-মধ্যে পরশুরাম নবধনু গ্রহণ করিয়া আবার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও পরশুরাম ভীষ্মের রথ-সারথি বিনাশ

পূর্ব্বক শরাঘাতে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন, পরক্ষণে আবার ভীষ্ম নূতন রথ-সারথি গ্রহণ করিয়া প্রবলবেগে জামদগ্ন্যের উপর শাণিত অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়েই তুল্য বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালন করিতে লাগিলেন। সহসা কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে মহারথ ভীষ্ম শত সূর্য্যবৎ তেজঃপুঞ্জ এক ব্রহ্মাস্ত্র বাণ ভার্গবকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক দশদিক কম্পিত ও আলোকিত করিয়া গগন মার্গে উত্থিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রাণিগণ ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল, পরশুরামও সশঙ্কিতচিত্তে তাহার গতিরোধ করিবার জন্য অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ভীষ্ম স্বপ্নলব্ধ হুতাশনবৎ প্রস্বাপ নামক বাণ শরাসনে আরোপণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি অন্তরীক্ষতল হইতে তিনবার শুনিতে পাইলেন, ভীষ্ম, প্রস্বাপ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শ্রবণমাত্র ভীষ্ম শরসন্ধান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্থিরনেত্রে ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে পরমেশ গুণগান করিতে করিতে আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দেবর্ষি নারদের চরণারবিন্দ বন্দনা করিলেন, তপোধন নারদও বিহিত বিধানে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, ভীষ্ম,

অদ্য তোমার অতুলনীয় বাহুবল ও রণকৌশল দর্শন করিয়া ত্রিজগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। ধন্য তোমার বাহুবল, ধন্য তোমার অদ্ভুত রণকৌশল। অনন্তর তিনি তাঁহাকে কহিলেন ভীষ্ম, যে গুরুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে হয়, তুমি সেই পরমারাধ্য গুরুর অবমান করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিতে উদ্যত হইয়াছ? এক্ষণে তুমি যুদ্ধ হইতে বিরত হও। গুরুর অবমাননা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।

তচ্ছ্রবণে গাঙ্গেয়, মৃদুমন্দস্বরে নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে, রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। সমরই ক্ষত্রিয়গণের অমর ভবন গমনের একমাত্র প্রশস্ত পথ। সমরক্ষেত্রই ক্ষত্রিয়ের পরম পবিত্র পুণ্যতম ক্ষেত্র। একারণ আমি ক্ষত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কখনই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিব না। অতএব আপনি পরম পূজ্যপাদ ভার্গবকে অগ্রে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করুন।" তখনই দেবর্ষি নারদ দ্রুতপাদবিক্ষেপে মহাবীর জামদগ্ন্যের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে বীরশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্য, এখন সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন। কারণ অজেয় ও মৃত্যু-স্বেচ্ছায়ত্ত মহাবীর ভীষ্মের সহিত যখন সমরে জয়ের আশা নাই, বিশেষতঃ তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেও আপনার বিশেষ কোন পুরুষকার সাধিত হইবে না, তখন গুরুশিষ্যে যুদ্ধ করিয়া অনর্থক বলক্ষয় করা আমি সমীচীন বলিয়া মনে করি না।"

তচ্ছ্রবণে ভার্গবও জয়ের আশা একেবারে সুদূরপরাহত মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, এবং দ্রুত পদ সঞ্চালনে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন "ভীষ্ম, তোমার নিকট পরাজিত হইয়াও কৃতার্থ হইলাম।" ভীষ্মও বিহিতবিধানে পরশুরামের চরণে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "ভগবন্, এ কেবল আপনারই অনুগ্রহ ও মহিমার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে।" তখন পরশু-রাম ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন."বৎস, উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ রোপিত হইলে যেরূপ সারময় ফলবান্ বৃক্ষ জন্মে, অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ রোপিত হইলে কদাচ সেইরূপ হয় না"। এই বলিয়া ভৃগুনন্দন বিষণ্ণ মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দর্শকবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে ভীষ্মের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের চিরশত্রু ভার্গব মহাবীর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন দেখিয়া প্রমত্ত হৃদয়ে জয়ধ্বনিতে গগনতল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও বিজয় গৌরবে স্ফীত হইয়া মহোল্লাসে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তখন হস্তিনানগরী জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে নিনাদিত হইতে লাগিল।

তদনন্তর ভার্গব একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে অম্বার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন বৎসে, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাভূত করিতে পারিলাম না। এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহা করিতে পার। তচ্ছ্রবণে

অম্বা সাতিশয় দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে ভার্গবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভার্গব, আপনি ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন কিন্তু অম্বা এইরূপ দুর্ব্বল-হৃদয়া নহে যে, সে কখনও স্বহস্তে ভীষ্মের নিধন সাধন না করিয়া তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিরতা হইবে। ভার্গব, আপনি নিশ্চয় জানিবেন যদি সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হন, যদি তিনি পতিতপাবন নাম ধারণ করিয়া থাকেন, যদি তিনি তপস্যার বাধ্য হন ; তবে অম্বা ভীষ্মকে নিধন করিবে ইহাই তাহার একমাত্র দৃঢ়ব্রত।" মহাবীর জামদগ্ন্য অম্বার এইরূপ সাধ্যাতীত বিষয় সম্পাদনে অদম্য উদ্যম, অধ্যবসায়, ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে তথা হইতে গমন করিলেন।

তখনই অম্বা অদম্য উদ্যম, অধ্যবসায়, ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কখন অনশনে, কখন অর্দ্ধাশনে, কখন ও নীরাশনে থাকিয়া, কখনও ঊর্দ্ধবাহু, কখনও বা ঊর্দ্ধপাদ হইয়া একাগ্রচিত্তে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম অম্বার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও তৎসাধনে তাহার অদম্য উদ্যম ও অধ্যাবসায়ের বিষয় অবগত হইয়া ভীত ও বিচলিত হইলেন। তখন হইতে তিনি অনুচর প্রেরণ করিয়া অম্বা কোন স্থানে কখন কিরূপ ভাবে তপস্যাদি করেন তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর দেবাদিদেব মহাদেব তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার নিকট রম্য কলেবরে উপনীত হইলেন এবং স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন বৎসে, তোমার দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার যে বর ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। তচ্ছ্রবণে অম্বা সমাধিভঙ্গ পূর্ব্বক সেই বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন "ভগবন্ যদি আপনি আপনার এ হতভাগিনী কন্যার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার চিরসুখপরিপন্থি ভীষ্মকে স্বহস্তে নিধন করিবার বর প্রদান করুন। তচ্ছ্রবণে মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "বৎসে, তুমি যখন জন্মান্তরে দ্রুপদরাজ গৃহে প্রথমে শিখণ্ডিনী নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরে কোন যক্ষের অনুগ্রহে পুংত্ব প্রাপ্ত হইয়া শিখণ্ডী নাম ধারণ করিবে, তখন তুমি অজেয় বীরাগ্রগণ্য ভীষ্মের হন্তা হইবে এবং তখন তোমার পূর্ব্বস্মৃতি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে।" এই বলিয়া ভক্তবৎসল বামদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে অম্বা পরম প্রীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আর বৃথা জীবনভার বহন করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে এই জীবন পরিত্যাগ করিয়া যত শীঘ্র দ্রুপদ রাজগৃহে ভীষ্মহন্তা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারি, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি নানা স্থান হইতে স্বহস্তে কাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিমীলিত নেত্রে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অম্লান

বদনে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ অম্বার এই মানবাতীত কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাহার চিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপর অপর দর্শক কি শ্রোতৃবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে অম্বার গুণগরিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মও অম্বার এসংবাদ অবগত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন অম্বে, যে অজেয় মহাবীর ভীষ্মের মৃত্যু দেবরাজও কল্পনা করিতে পারেন নাই, স্বয়ং মৃত্যুরাজও ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, আজ তুমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও সাধনাবলে সেই মৃত্যু-স্বেচ্ছায়ত্ত ভীষ্মের মৃত্যু স্বরূপ হইলে, ধন্য তোমার নারীজন্ম। অম্বে, আমি আজ তোমা হইতে জানিলাম যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও সাধনাবলে এজগতে না হইতে পারে এইরূপ অসম্ভব কার্য্য কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না।

অনন্তর অম্বা যথাসময়ে দ্রুপদ রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বরানুসারে শিখণ্ডী নাম ধারণপূর্ব্বক ভীষ্মহন্তা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কালক্রমে কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাহারা কৈশোরকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ একারণ ভীষ্ম পাণ্ডুহস্তে বিশাল রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং সৈনাপত্য ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু অতিশয় ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি বিপদে কি সম্পদে, সুখে কি দুঃখে সকল সময়েই ভ্রাতার আদেশ পালন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। মহাত্মা পাণ্ডু রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতার আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক বিশেষ যশোগৌরবের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাণী গান্ধারীর গর্ভে সমস্ত অসদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ পাপস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র ও মহারাণী কুন্তী এবং মাদ্রীর গর্ভে সদগুণ সমূহের একাধার স্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ পুণ্যস্বরূপ মহারাজ পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নরপতি পাণ্ডু সুকুমার কুমারগণের মুখাবলোকন করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই বিমল সুখ দীর্ঘকাল তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। তিনি অব্যবহিত পরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। যথাসময়ে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে পাণ্ডবগণ শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতিতে কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিতা লাভ

করিলেন, এবং সদ্‌গুণ সমূহে বিভূষিত হইয়া সকলের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। তাহাতে কি ধনী, কি নির্ধন, আত্মীয় কি অমাত্য, রাজন্যবর্গ কি প্রজাপুঞ্জ সকলে পাণ্ডবগণের অসাধারণ গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি নিরতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে সকলেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, সুরস ফল ব্যতিরেকে কে কখন মাকাল বা বিম্বফলের আদর করিয়া থাকে? তাহাতে পরশ্রীকাতর পাপমতি ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের জিঘাংসাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তথাপি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র রাজধর্ম্মানুসারে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় স্বীয় হিংসাবৃত্তি সংগোপন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। যথাসময়ে যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আত্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন এবং অমিত-বলবীর্য্যসম্পন্ন ভীমসেন নানাদিগ্‌দেশ জয় করিয়া অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বশে আনয়নপূর্ব্বক প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণের যশঃ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

তদ্দর্শনে কৌরবগণের হিংসানল আরও প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। তখন পাপমতি দুর্য্যোধন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ছলে, বলে, কি কৌশলে, যে কোন উপায়ে পাণ্ডব-গণের নিধনসাধন করিতে না পারিলে, আমাদিগকে তাহাদিগের সমক্ষে শশাঙ্কসন্নিহিত নিষ্প্রভ তারকারাজির ন্যায় হতমান ও

হতগৌরব হইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হইবে। আমাদের কখনও খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের আশা নাই। অতএব যেরূপেই হউক, পাণ্ডবগণের নিধনসাধনে চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই স্থির করিয়া অমাত্যগণসহ সরলহৃদয় পাণ্ডবদিগের নিধনসাধনের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ নানা প্রলোভনবাক্যে ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণপূর্ব্বক জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সত্যই যাঁহাদের প্রধান অবলম্বন, ধর্ম্মই যাঁহাদের প্রধান বল, মানব শত চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের কিছুমাত্র অনিষ্টসজ্ঘটন করিতে পারে না। গভীর নিশীথসময়ে সেই পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বলেই প্রবলানলদাহ্যমান জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণলাভ করিলেন; আর জতুগৃহনির্ম্মাতা পাপাত্মা পুরোচন প্রভৃতি তাহাতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরশায়িত রহিল। আহা ধর্ম্মের কি অপার মহিমা!

যথাসময়ে পাণ্ডবনিচয় আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের অব্যর্থ ষড়যন্ত্রজাল ব্যর্থ দেখিয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি অতিশয় রোষপরবশ হইয়া আবার তাঁহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কৌরব কপট অক্ষক্রীড়া দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে প্রেরণ করিল।

ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও অম্লানবদনে দীনবেশে বনে গমন করিলেন, এবং নানা স্থানে নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যখন সৌম্য ও শান্তমূর্ত্তির আধার পাণ্ডুপুত্রচয় সম্যক্‌রূপে প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কৌরবগণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজ্যভাগ প্রার্থনা করিলেন, তখন পাপমতি দুর্য্যোধন মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া রোষকষায়িতস্বরে পাণ্ডবদিগকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া রাজ্যভাগ দিতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতেও ক্ষমাবৃত্তির আধার পাণ্ডবনিচয় দুর্য্যোধনের এই অসাধুতা দর্শনে তাহার প্রতি রোষপরবশ হইলেন না, বরং ধৈর্য্য-ধারণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুর্য্যোধন যেরূপ লোভপরতন্ত্র, স্বার্থপরায়ণ, দুর্দ্ধর্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাতে ভীষণ সংগ্রাম ব্যতিরেকে কখনই রাজ্যোদ্ধার হইবে না। তখন তাঁহারা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। একদিকে বিশাল রাজ্যত্যাগ, অপরদিকে কুরুকুল-ধ্বংস-পূর্ব্বক রাজ্যলাভ, আর একবারে রাজ্যত্যাগ করিলেই বা কোথায় অবস্থান করিবেন। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ইহা লইয়া তাঁহারা চিন্তাতরঙ্গে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ক্ষণপ্রভাসম ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর রাজ্যসুখ সম্ভোগের জন্য জ্ঞাতি ও আত্মীয় কুটুম্বগণের নিধন সাধন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। তবে আমাদের বাসের জন্য পাঁচখানি

গ্রাম প্রাপ্ত হইলেই তাহাতে আমরা পরম সুখে জীবন যাপন করিব। এই স্থির করিয়া যুধিষ্ঠির হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে সস্নেহ মধুর বাক্যে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সুযোধন; যদি আমাদিগকে আমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ প্রদান করিলে তোমাদের সুখ সম্ভোগের ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমাদের বসবাসের জন্য আমাদিগকে পাঁচখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদান কর।" তচ্ছ্রবণে মদান্ধ দুর্য্যোধন ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া সগর্ব্ব পদাস্ফালনে শ্রুতিবধিরকর্কশস্বরে বলিলেন "পাঁচখানি গ্রাম ত বিশাল বিস্তৃত ভূমিখণ্ড; বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থানও তোমাদিগকে প্রদান করিব না।"

যুদ্ধই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়গণের মোক্ষধাম গমনের প্রশস্ত পথ। একারণ সহোদর ভ্রাতা কি পিতাও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া মহাপাপ ও ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গারেরই কর্ত্তব্য।

যখন পাণ্ডবনিচয় দুর্য্যোধন মুখে সংগ্রামের কথা শুনিতে পাইলেন, তখন পাণ্ডব ধমনীতে স্বভাবতঃ উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বশরীর ক্রোধে স্ফীত ও কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্ম ধীর গম্ভীরস্বরে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "দুর্য্যোধন, এখনও তুমি পাণ্ডবদিগকে তাহাদের ন্যায্য রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। পাণ্ডবগণ যেরূপ

শান্তমূর্ত্তি ও ক্ষমাবৃত্তির আধার তাহাতে তাঁহারা অম্লানবদনে তোমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ভ্রাতৃস্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কখনও সেই ধর্ম্মপ্রাণ, সরলহৃদয় ও অমিত তেজোবীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্রদিগের সহিত বিরোধ সংঘটন করিয়া অকূলসাগরে কুরুকুল নিমগ্ন করিওনা। দুর্য্যোধন, তুমি লোভান্ধ হইয়া এইরূপ অনার্য্য কার্য্য করিলে যতদিন নীলাম্বরতলে চন্দ্রমা তপন পরিভ্রমণ করিবে, যতদিন ধরাতলে মৃদুমন্দবেগে শান্ত সমীরণ প্রবাহিত হইবে, যতদিন অবনীমণ্ডলে প্রাণীর অস্তিত্বমাত্র থাকিবে, তত দিন তুমি নরকুলে কলঙ্কের একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া থাকিবে। কথাপ্রসঙ্গে লোকে তোমার নাম শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিবে আর কেহ কখন কুরুকুলকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের নাম উচ্চারণ করিয়া স্থান অপবিত্র করিবে না। দুর্য্যোধন ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। বাস্তবিক যাহারা এজগতীতলে মানবজন্ম ধারণ করিয়া সদ্‌গুণ-প্রভাবে কীর্ত্তির অমৃত আস্বাদন করিতে না পারেন, তাহাদের মানবজন্ম পশুজন্ম অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। অতএব এখনও তুমি কুবৃত্তি দমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান পূর্ব্বক চিরকলঙ্কের হস্ত হইতে মুক্ত হও।”

অনিল সংযোগে অনল যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞান-প্রবর পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীষ্মমুখে পাণ্ডবদিগের গুণবর্ণনপূর্ণ তাঁহার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে ক্রোধে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্ব্বে আস্ফালন

করিতে লাগিলেন। তখন তিনি রক্তাক্তলোচনে রোষকষায়িত কর্কশস্বরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পিতামহ, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, দুর্ব্বল পাণ্ডবদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অপেক্ষা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষে অবমাননা, কাপুরুষতা ও কলঙ্কের কার্য্য আর কি হইতে পারে। দুর্য্যোধন এখনও এইরূপ হীনবীর্য্য, কাপুরুষ ও গতাভিমান হয় নাই যে, সে কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পদলেহন করিবে। পিতামহ, পশুরাজ কি কখনও শৃগালের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।"

তচ্ছ্রবণে ভীষ্ম আবার মৃদুমন্দ স্বরে দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন, "দুর্য্যোধন, সকল-বিনাশন ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবগণকে নিতান্ত দুর্ব্বল, নিঃসহায় ও নিরাশ্রয়, আর তোমাকে অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজ মনে করিতেছ। এই কারণেই যদি তুমি সেই দুর্ব্বল পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে সমরে নিধন করিতে পারিবে মনে করিয়া নিষ্কণ্টকে তাহাদের বিশালরাজ্য সম্ভোগ করিবার মানস করিয়া থাক, তবে ক্ষত্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মানুসারে ইহা অপেক্ষা কাপুরুষতা, হীনবীর্য্যতা, ও জম্বুক বৃত্তির কার্য্য এজগতে আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

"আর দুর্য্যোধন, তুমি একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যে রাজ্যসুখ সম্ভোগের জন্য দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকলঙ্ক অর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ, এই নশ্বর জগতে জলবিম্বসম ক্ষণভঙ্গুর শরীরধারী মানবের পক্ষে সেই সুখসম্ভোগ কতক্ষণের

জন্য ; কল্য যাহাকে এজগতে সাতিগর্ব্ব পদাস্ফালনে বিলাসের নন্দন কাননে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, অদ্য তাহার বিগলিত কলেবর পশুপক্ষিগণ কর্ত্তৃক উদরস্থ হইতে দেখিতেছি। কল্য যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও অশান্তি বোধে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহাকে শ্মশানের উতপ্ত ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত দেখিতেছি। আবার কত সম্রাট্ বা রাজ্ঞী যাঁহারা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ধরাকে সরার ন্যায় দর্শন করিতেন তাঁহারা কালচক্রের বিষম আবর্ত্তনে রাজ্যঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া বনবিহারী কিরাত বা কিরাতিনীর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। দুর্য্যোধন, এইত পার্থিব সুখসম্ভোগের স্থায়িত্ব। তুমি সেই ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর সুখসম্ভোগের জন্য পরিণাম সুখপরিপন্থি পাপবৃত্তির প্ররোচনায় পরিণাম শুভকরী দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকলঙ্ক অর্জ্জন করিতে প্রয়াস পাই-তেছ; এখনও তুমি পাপবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল সাধুবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য রাজ্যভাগ প্রদান কর।"

অঙ্গার শত ধৌত হইলেও যেরূপ তাহার মলিনত্ব বিদূরিত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞান-প্রবীণ ভীষ্মের এইরূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশেও অজ্ঞানপ্রবর দুর্য্যোধনের অজ্ঞান তিমির কিছুমাত্র বিদূরিত হইল না। তখন তিনি ক্রোধারক্ত লোচনে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পিতামহ, আপনি যতই কুরুকুল নিধনের ভয় প্রদর্শন করুন না কেন, আপনি যতই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করুন না কেন, দুর্য্যোধন এইরূপ অস্থির-প্রতিজ্ঞ নহে

যে, সে কখনও বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্রপ্রমাণ স্থান প্রদান করিবে। যদি বিধাতারই কুরুকুলনিধনেচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহা কে খণ্ডন করিবে বলুন।"

তচ্ছ্রবণে ভীষ্ম আবার ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন "হে কুরুরাজ, পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারও নিধনসাধনে প্রবৃত্ত হন না। তবে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ অধার্ম্মিক পাপাচার দুষ্টলোক দ্বারা তাঁহার মঙ্গলময় বিশ্বরাজ্যের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, একারণ তিনি কার্য্যের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া কখনও বা অন্তরালে থাকিয়া দুষ্টের নিপাতন করিয়া থাকেন ; নচেৎ তাঁহার মঙ্গলময় রাজ্য শান্তিপূর্ণ থাকে না। আর সাধুলোক দ্বারা তাঁহার রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় বলিয়া তিনি পরমযত্নে ও স্নেহে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণেই লোভ হইতে পাপ ও পাপ হইতে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়। এই কারণেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়-মান হইতেছে যে, দুরাচার ব্যক্তিরা পাপবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিজের অকালমৃত্যু নিজেই আহ্বান করিয়া আনে। অতএব দুর্য্যোধন তুমি ভ্রম-বুদ্ধিবশে অকালে কুরুবংশ ধ্বংশের পথ শমনকে ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রদর্শন করিও না। এখনও পাণ্ডবদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সহিত ভ্রাতৃস্নেহবন্ধনে পরমসুখে কালযাপন কর।"

তাহাতেও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনকে পাপ সঙ্কল্প হইতে বিরত না

দেখিয়া ভীষ্ম কথঞ্চিৎ রোষপরবশ হইয়া বলিলেন, "রে দুরাত্মন, স্বার্থপরতারূপ মহারাক্ষসী তোমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে; তাহাতেই তুমি তমোগুণে অন্ধ হইয়া হিমালয়কে ক্ষুদ্রকায়, পশু-রাজকে মার্জ্জার, বিষধরকে সুধাকর বলিয়া অবলোকন করিতেছে। তাহা না হইলে যে পাণ্ডবগণ অসীম বাহুবল প্রভাবে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ, সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ধর্ম্মবলে যাঁহারা বলীয়ান্ এবং পলকে ত্রিলোক প্রলয়কারী সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ন্যায়ধর্ম্মানু-সারে যাঁহাদের প্রধান সহায়, সেই অলৌকিক ভুজবল-সম্পন্ন পাণ্ডবগণকে নিতান্ত দুর্ব্বল, নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় মনে করিয়া তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপন পূর্ব্বক শলভের ন্যায় স্বেচ্ছায় আত্মবিনাশে উদ্যত হইবে কেন? দুর্য্যোধন, তুমি মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া মনে করিতেছ আমি বিশাল রাজ্যের অধিপতি, অগণিত সৈন্যের অধীশ্বর, অজেয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি শত শত মহারথী আমার সেনানায়ক থাকিতে অল্প সংখ্যক পাণ্ডবেরা আমার কি করিতে সমর্থ হইবে। প্রত্যুত আমরা তাহাদিগকে তৃণগুচ্ছের ন্যায় সমরানলে ভস্মসাৎ করিব। কিন্তু দুর্য্যোধন, তুমি নিশ্চয় জানিও শত ভীষ্ম, শত দ্রোণ, শত কৃপ, শত কর্ণ এবং সহস্রগুণ অগণিত সেনাবল একত্রিত হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ ভগদনুগৃহীত পাণ্ডব-দিগের আক্রমণ হইতে কুরুকুল রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই অসীমশক্তিসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্রগণ রাবণবংশ ধ্বংশকারী বনবিহারী রামচন্দ্রের ন্যায় একেবারে কুরুকুল নির্ম্মূল করিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমি ভারতবর্ষ একেবারে নির্বীর হইবে। আর

এই অসংখ্য ধবল সৌধাবলী ও নন্দনকানন সদৃশ উপবন পরিশোভিত কুরুরাজভবন এই যে হস্তিনানগরী এখন জনস্রোতের মহান্ কলনিনাদে উত্তালতরঙ্গময় মহোদধির ন্যায় সর্ব্বদা শব্দায়মান হইতেছে; যে স্থান অজেয় সেনানীগণের ভৈরব হুঙ্কারে নিনাদিত হইয়া দেবতাদিগের মনেও ভীতির সঞ্চার করিতেছে; যে স্থান মৃদঙ্গ-বীণাবেণু-রবাব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধুর আরাবে এবং সুগায়কগণের সুধাময় সঙ্গীতে আমোদিত হইতেছে; যে স্থান প্রতিনিয়ত মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের চরণস্পর্শে পবিত্র হইতেছে; যে স্থানে বসিয়া বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণ উদত্তাদি স্বরে বেদপাঠ করিয়া দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন; যে স্থানের যজ্ঞীয় কুণ্ড হইতে সমুত্থিত ধূম পটল গগণমণ্ডলকে মেঘমালার ন্যায় পরিশোভিত করিতেছে, এবং পরম স্নিগ্ধ হোমগন্ধ দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া বিমোহিত করিতেছে; নিশাকালে যে স্থান নানাবর্ণের আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অসংখ্য তারকা পরিশোভিত গগণমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভাকে পরাভূত করিয়া থাকে; হায় হায়! সেই অমর-ভবন-সদৃশ কুরুরাজভবন হস্তিনানগরী অচিরে মহারণ্যে পরিণত হইয়া পশুরাজ সিংহের আবাসভবন হইবে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণের ভীষণ গর্জ্জনে লোকের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইবে, নিহত পশুগণের শোণিত প্রলিপ্ত হিংস্র জন্তুগণের চরণস্পর্শে পবিত্র যজ্ঞবেদী প্রভৃতি স্থান কলুষিত হইবে, এবং নিশাকালে খদ্যোতের ক্ষীণালোকে উদ্দীপ্ত হইবে। হায় হায় দুর্য্যোধন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে। দুর্য্যোধন এখনও আমি

তোমাকে অনুরোধ করি তুমি পাপসঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মপথের পথিক হও। কদাচ অবিমৃশ্যকারিতাবশে এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিও না।”

মহামতি ভীষ্মের এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল যেন দুর্য্যোধনের কর্ণকুহরে বিষধারা বর্ষণ করিল, এবং সেই বিষম বিষের অসহ্য যাতনায় তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “পিতামহ আপনি আর আমার সমক্ষে কখনও পাণ্ডবদিগের নাম উচ্চারণ করিবেন না। উহাদের নাম শুনিলেও আমার সর্ব্বশরীর ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে থাকে, আমি এজীবনে একবিন্দু রক্ত থাকিতে পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্রস্থান প্রদান করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন যখন কিছুতেই তাহার পাপসঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন না তখন যুদ্ধই কৃত নিশ্চয় হইল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধারম্ভের দিনও অবধারিত হইল। তখন উভয়পক্ষই সমর-সজ্জায় প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণ মহারথিগণ জ্ঞানচক্ষে এই মহাসমরে আপনাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু জানিয়াও কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা যে ন্যায়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পাপমতি দুরাচার দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে তজ্জন্য তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশেষ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

উভয় পক্ষের যুদ্ধ সজ্জা শেষ হইলে, মহাবীর ভীষ্ম একাদশ অক্ষৌহিনী কৌরবসেনার অধিনায়ক হইয়া এবং মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন ও দ্রুপদ প্রভৃতি সপ্ত অক্ষৌহিনী পাণ্ডব সৈন্যের সৈনা-পত্য গ্রহণ করিয়া রণবাদ্য বাদন পূর্ব্বক মহোল্লাসে রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণ পূর্ব্বদিক্ এবং কৌরবগণ পশ্চিমদিক্ অধিকার করিয়া স্ব স্ব শিবির সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর উভয়পক্ষের সেনাপতিনিচয় স্ব স্ব রণ-পাণ্ডিত্য অনুসারে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক অদ্ভুত ব্যূহাদির রচনা করিয়া অবশ্যম্ভাবী সমর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন কুরুক্ষেত্র অসংখ্য সৈন্য, রথ, রথী, হয়, বাজী ও বিবিধ বর্ণের ধ্বজ পতাকা এবং সুরম্য ব্যূহাদিতে পরিশোভিত হইয়া বাসন্তিক বনরাজীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং হৃদয়োন্মাদকারী রণবাদ্যে নিনাদিত হইয়া দশদিক বিকম্পিত করিতে লাগিল।

পরদিবস প্রত্যূষে উভয় পক্ষ হইতে রণভেরী ভীমনাদে নিনাদিত হইতে আরম্ভ হইল। বংশীরবে কুরঙ্গনিচয় যেরূপ মত্ত হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তদ্রূপ রণ-ভেরীর মনোহরনাদ শ্রবণে উভয় পক্ষের যোদ্ধৃদল উন্মত্ত-প্রায় হইয়া জীবন উৎসর্গ পূর্ব্বক মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধনীতি অনুসারে তুল্যবল বিক্রমশালী যোদ্ধা বর্গেরই পরস্পর যুদ্ধ করা বিধেয়। একারণ ভীষ্ম, অর্জ্জুনের সহিত ;

দুর্য্যোধন, ভীমসেনের সহিত ; দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এবং অপর অপর যোদ্ধৃদল অপর পক্ষের পরস্পর সমকক্ষ যোদ্ধাদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুরুক্ষেত্র অসংখ্য সৈন্যগণের ভৈরব হুঙ্কারে, অশ্বের হ্রেষারবে, মাতঙ্গের বৃংহণে, রথচক্রের ঘর ঘর শব্দে, অস্ত্রের নির্ঘোষে, রণবাদ্যের ভীমনাদে প্রবল ঝটিকা প্রবাহের ন্যায় শব্দায়মান্ হইতে লাগিল এবং উভপক্ষের যোদ্ধৃ-দলের সদর্প পদভরে মেদিনী মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল।

উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে উভয় পক্ষের অগণিত সৈন্য, রথী, সারথী, ও হয় বাজী বিনষ্ট হইতে লাগিল। আবার নূতন সৈন্যদল নিহত সৈন্যের স্থান অধিকার করিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে কুরুক্ষেত্র তখন ফেনপুঞ্জ পরিশোভিত তরঙ্গময় রক্তনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ প্রবল বেগে প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়া মহাসমর চলিতে লাগিল। অবশেষে মহাবীর ভীষ্মের অসাধারণ রণকৌশল ও ভীম পরাক্রমে পাণ্ডবসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনও ভীষ্মের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে মহারথ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিকট প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞানুসারে দশ সহস্র রথী বিনাশ করিয়া বিজয়-গৌরবে শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারথ ভীষ্ম এইরূপ অসাধারণ রণকৌশল ও সিংহবিক্রমে

যুদ্ধ করিয়া প্রত্যহ অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য সংহারপূর্ব্বক দশ সহস্র রথী বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহা ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন, অমিত বলবীর্য্যসম্পন্ন ভীমসেন ও সমরকুশল অন্যান্য মহারথিনিচয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মের গতি প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাহাতে দিন দিন পাণ্ডবপক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। নবম দিবসের ভীষণ যুদ্ধাবসানে, পাণ্ডবপক্ষে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, মহাবীর ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তাঁহাদের আর জয়ের আশা নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুঞ্জয় ভীষ্মের মৃত্যুই বা কিরূপে সম্ভবে। অতএব আমাদের জয়ের আশা একেবারে সুদূর পরাহত।

তদ্দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠির নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া একান্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে বাষ্পাকুল-লোচনে অর্জ্জুন প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে প্রাণপ্রিয়তম ধনঞ্জয়, হে প্রাণাধিক ভীম-সেন, হে ভ্রাতৃভক্ত নকুল ও সহদেব, হে আত্মীয় ও অমাত্যবর্গ, মহাবীর পিতামহ যেরূপ ভীমপরাক্রমে প্রত্যহ আমাদের অসংখ্য সেনা সংহারপূর্ব্বক দশসহস্র রথী বিনাশ করিতেছেন, আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও তাহার গতি রোধ করিতে পারিতেছি না। তবে আর আমাদের অনর্থক যুদ্ধ করিয়া আত্মীয় ও অমাত্যবর্গসহ একেবারে বিনষ্ট হইলে কি লাভ হইবে। অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনে গমন করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।" পরক্ষণেই তিনি আবার অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে প্রাণাধিক, আমার স্মরণ হইতেছে, যুদ্ধা-

রম্ভের পূর্ব্বদিবস যখন আমি কৌরবদিগের বৃহতী চমূ দর্শনে ভীত হইয়া কৌরবশিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতামহ সমীপে উপস্থিত হইলাম। তখন পিতামহ আমাকে অতিশয় স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন 'বৎস, ভয়ের কোন আশঙ্কা নাই। এ সময়ে বিজয়লক্ষ্মী তোমাদেরই অঙ্কশায়িনী হইবেন।' পিতামহ যেরূপ সত্যবাদী, দূরদর্শী ও অসীম জ্ঞানপ্রভাবে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় দর্শন করেন, তাহাতে তাঁহার বাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে। তবে তিনি এইক্ষণ এইরূপ অহিতাচরণ করিতেছেন কেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব আর একবার পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই করা যাইবে।" পার্থ প্রভৃতি সকলে এ বিষয়ে সম্মত হইলেন। এইক্ষণ বিপক্ষ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশলক্রমে পার্থ দুর্য্যোধন বেশে এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অনুচরবেশে সজ্জিত হইয়া নিশীথসময়ে বিনাবাধায় কৌরব-শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে পিতামহের চরণারবিন্দে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর বাষ্পাকুল লোচনে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "পিতামহ, আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।" তচ্ছ্রবণে ভীষ্ম স্নেহপূর্ণ বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, সহসা তোমাদের এইরূপ ভাবান্তর হওয়ার কারণ কি শীঘ্র

বল।” তখন যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন “পিতামহ, আপনি ত্রিলোকবিজয়ী, আপনার নাম শ্রবণ করিলে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি শূরশ্রেষ্ঠগণ ভয়ে কম্পিত হন। বীরাগ্রগণ্য বীরকেশরী জামদগ্ন্য যাঁহার অপ্রতিহত ভুজবলের নিকট পরাভূত হইয়া হতমান ও হত-গৌরব হইয়াছেন তাঁহার সহিত সমরে পাণ্ডবদিগের জয়ের আশা কি? পিতামহ, আপনার অসাধারণ রণবিক্রমে পাণ্ডব-সেনা ও সেনাপতিনিচয় প্রায় নিপাতিত হইয়াছে হতাবশিষ্ট যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ভয়ে নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থায় অবশিষ্ট আত্মীয় ও অমাত্যগণের নিধন করা অপেক্ষা আমাদের বনবাসই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি।”

তচ্ছ্রবণে দেবাত্মা ভীষ্ম ঈষৎ হাস্যবদনে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎস, তুমি ধর্ম্মের অবতার, সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ও জ্ঞানের আকর, বিশেষতঃ দুষ্টদমনকারী সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত তোমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া-ছেন, তাহাতেও তুমি এই সমরে জয় পরাজয় সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ভয়ে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে বড়ই বিস্মিত হইলাম। বৎস, তুমি নিশ্চয় জানিও শত ভীষ্ম দুরাচার কৌরবপক্ষ সমর্থন করিলেও কৌরবদিগের পরাজয় নিশ্চিত। কারণ অধর্ম্ম কখন বিজয়-মাল্য ধারণ করিতে পারে না। তথাপি তোমরা যদি আমাকে তোমাদের রাজ্য সুখসম্ভোগের এবং চিরদুঃখের প্রধান অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাক,

তবে বৎস, তোমরা আমাকে বল, আমি তোমাদিগকে যে উপায় অবলম্বন করিতে বলিব তাহা তোমরা করিবে কি না?" তাহাতে যুধিষ্ঠিরাদি সম্মত হইলেন। তখন ভীষ্ম অম্লানবদনে নিজের নিধনোপায় বলিতে লাগিলেন। "যুধিষ্ঠির, আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ, ধ্বজহীন, পতিত, পলায়নপর, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, কি স্ত্রী-পূর্ব্ব-পুরুষ, বিকলাঙ্গ, পিতার একমাত্র পুত্র, ও শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত এবং অমঙ্গল-চিহ্ন দর্শন করিলে যুদ্ধ করি না। তোমাদের সেনাপতি-দিগের মধ্যে দ্রুপদ তনয় শিখণ্ডী স্ত্রী-পূর্ব্ব-পুরুষ। অতএব আগামী কল্য আহবে তাহাকে পার্থরথের সারথিত্বে বরণ করিলেই তোমাদের অভিপ্রায় সুসম্পন্ন হইবে।" যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভীষ্ম-মুখে তাহার নিধনোপায় শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন আহা পিতামহের কি অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, পিতামহের হৃদয় কি পরদুঃখকাতরতায় পরিপূর্ণ। এইরূপ উদারচেতা, অমায়িক, আত্মত্যাগশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ত্রিজগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তাঁহারা ভীষ্মচরণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যথা-সময়ে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া অবশিষ্ট রাত্রিভাগ নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে যাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পাণ্ডবদিগের দুঃখ-বিভাবরী অস্তমিত হইল। মৃত-সঞ্জীবনী ঊষা হাসিতে হাসিতে সমুদিতা হইলেন। ঊষার

পীযূষময়ী আভা প্রাপ্ত হইয়া মৃতপ্রায় সুপ্ত জীবগণ জাগিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ ধরাতল জীব কলরবে কোলাহলময় হইল। ধীরে ধীরে ভগবান্ মার্ত্তণ্ডদেব, কিরণজাল বিস্তার করিয়া উদয়গিরিশিখরে আরোহণ করিলেন, তখন উভয়পক্ষের রণোন্মত্ত যোদ্ধৃদল রণবেশে সজ্জিত হইয়া ভৈরবহুঙ্কারে ত্রিলোক কম্পিত করিয়া সগর্ব্বপদাস্ফালনে রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ কৌরবগণ প্রতি পাদবিক্ষেপেই নানাপ্রকার অমঙ্গল চিহ্নসমূহ দর্শন করিয়া ভীত ও বিচলিত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয়পক্ষে ভীষণ সমর বাঁধিয়া গেল। উভয়পক্ষের শাণিত অস্ত্রাঘাতে অসংখ্য অসংখ্য সেনা ও সেনাপতি কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন। তখন দেবতাত্মা দেবব্রত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহারথ অর্জ্জুন সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং শিখণ্ডীকে দেখিতে না পাইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ক্রমান্বয়ে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় রণবিশারদ্ পার্থ পিতামহের শেষ বাহুবল ও রণকৌশল দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই প্রথমে শিখণ্ডীকে পশ্চাদ্ভাগে সংগোপন রাখিয়া সমস্ত রণকৌশল প্রয়োগ পূর্ব্বক মহোৎসাহে পিতামহের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি প্রতিরোধক অস্ত্রদ্বারা ভীষ্মের শর নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম অবলীলা-ক্রমে পার্থশর সমূহ ব্যর্থ করিয়া তাঁহার প্রতি শাণিত অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রণকুশল ধনঞ্জয় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধপথে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে

কিয়ৎকাল উভয়ের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাত চলিতে লাগিল। তখন মেঘগর্জ্জনবৎ অস্ত্রের নির্ঘোষে ধরাতল স্তব্ধীভূত হইল। রণবিশারদ্ ব্যক্তিগণ মহোৎসাহে অনিমিষ-নেত্রে উভয়ের অদ্ভুত রণকৌশল দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

অবশেষে ভীষ্ম এইরূপ ক্ষিপ্রতা-সহকারে লঘুহস্তে শর পরিচালন করিতে লাগিলেন যে, রণবিশারদ্ অর্জ্জুন তাহার প্রতিরোধ কৌশল অবগত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অবসর পাইতেছেন না। দেখিতে দেখিতে ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শরজালে গগনমণ্ডল ঘনঘটার ন্যায় সমাচ্ছন্ন হইল। তদ্দর্শনে পার্থ একান্ত ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক শরসমূহের গতি নিবারণ করিতে লাগিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিবামাত্রই রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং তাহার অজেয় শরাসন ধরাসনে নিক্ষেপ করিয়া হিমাচলের ন্যায় অচল ও অটলভাবে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন শিখণ্ডী ও অর্জ্জুন প্রভৃতি তীক্ষ্ণশরসমূহ ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি অম্লানবদনে অগ্নিশিখাসম বিশিখ-পীড়ন-যাতনা সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার শরীর হইতে দরবিগলিত ধারায় শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে তিনি নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি আর দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া শরশয্যায় শয়ন করিলেন। তাহাতে কৌরব-পক্ষ তাহাদের জয়প্রত্যাশাতরু ছিন্নমূল দেখিয়া মর্ম্মবেদনায়

হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ অসীম আনন্দভরে জয়ধ্বনি দ্বারা দশদিক বিকম্পিত করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় কিয়ৎকাল অতিবাহন করিয়া অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুখমোক্ষধামে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।